'শাপর্ণা' সর্ব ভারতীয় শাড়ী, কুর্তি, প্রভৃতির খুচরো এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র (AC Show Room)
[কেনাকাটার সাথে পুরী যাতায়াতের দুটি ফ্রি ট্রেন টিকিটের সুযোগ। * শর্তাবলী প্রযোজ্য]
ঠিকানা
৩৮৯, কালী কুমার মজুমদার রোড,
সন্তোষপুর, যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৫
মোবাইল : ৯৬৭৪৩৬২৯৫৫
(হোয়াটস অ্যাপ)/৮০১৭৮২৬১৩৮

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২৩ চৈত্র- ২৯ চৈত্র, ১৪২৪ ঃ ৭ এপ্রিল - ১৩ এপ্রিল, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 24, 7 April - 13 April, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সিবিএসই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে উত্তাল দেশ।

কাঠগড়ায় পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য। ফের নেওয়া হবে অর্থনীতির পরীক্ষা। অঙ্কের ভাগ্য ভাল, বেঁচে গিয়েছে ফের পরীক্ষার হাত থেকে।

রবিবার : ঘোষণা হল রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট। পরীক্ষার মরশুম শেষ হতেই গ্রামবাংলায় বাড়বে ভোটের উত্তাপ।

১, ৩, ৫ মে তিন দফায় ভোট। ফল ঘোষণা ৮ মে।

সোমবার : গোপন খবরে ভর করে কাশ্মীরের শেপিয়ানের

দ্রাগড়, কাছজরা ও অনন্তনাগের দিয়ালগ্রামে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। খতম হয় হিজবুল ও লস্কর জঙ্গিরা। সঙ্গে প্রাণ গিয়েছে ৮ সেনারও। নিহতের সংখ্যা মোট ১৮ জন। আহতও হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

মঙ্গলবার : গুলি, মার, বোমাবাজি দিয়ে শুরু হল রাজ্যে

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব। বিভিন্ন জেলায় মার পাল্টা মারে উত্তপ্ত বাংলা। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের মনোনয়ন দিতে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। অভিযোগ গড়িয়েছে রাজ্যপালের দরবারে।

বুধবার : ভুয়ো খবরে শান্তির বিধান দিয়ে বিপাকে কেন্দ্রীয় তথ্য ও

সম্প্রচার মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিযোগ ওঠায় স্মৃতির নির্দেশ বাতিল করে দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। জানিয়ে দিলেন এই নির্দেশের কথা তিনি জানতেন না।

বৃহস্পতিবার : প্রাচীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড পাকাপাকিভাবে

বন্ধের সিদ্ধান্তেই শিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। তবে এ নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল।

শুক্রবার : কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করার অপরাধে শেষপর্যন্ত

হাজতবাস হল বলিউডের মেগাস্টার সলমন খানের। তাঁর বর্তমান পরিচয় রাজস্থানের যোধপুরের সেন্ট্রাল জেলের ১০৬ নম্বর কয়েদি বা আসামী। একই মামলায় নাম জড়ালেও শুধুমাত্র উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে খালাস পেলেন বলিউডের অপর চার তারকা সইফ আলি খান, তব্বু, সোনালী বেন্দ্রে ও নীলম।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ভূলুণ্ঠিত বিচারের অধিকার

অচলাবস্থা কাটাতে নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইনজীবীদের একাংশের দাবি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৭ শত ৬১টি মামলা বিচারের আশায় দিন গুনছে। দিনের পর দিন লাট খাচ্ছেন বিচার প্রার্থীরা। তাঁদের মতে প্রতিদিন গড়ে ২১৮টা মামলা নিষ্পত্তি হয় এখানে। অর্থাৎ পাটিগণিতের হিসাবে একে ধর্মঘটের দিন দিয়ে গুণ করলে সহজেই বেরিয়ে যাবে মোট বঞ্চিত নিষ্পত্তির সংখ্যা। অন্যদিকে ধর্মঘটী আইনজীবীদের দাবি সাময়িক কষ্ট হলেও আখেরে লাভ হবে বিচারপ্রার্থীদের। ফলে সব আশায় জল ঢেলে তাঁরা ফের ধর্মঘটের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছেন ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। এ দাবি নাকি তাঁদের সর্বসম্মত। কিন্তু এই অচলাবস্থা কি আদৌ মানবসম্মত? বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের প্রশ্ন যাদের ভালোর জন্য লড়ছেন তাদের মতামত কি কখনও জানার চেষ্টা করেছেন ধর্মঘটীরা? ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বিচারপ্রার্থীদের মতে বিচারক নিয়োগের দাবিতে দিনের পর দিন বিচার ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়াটা আসলে একটা রাজনৈতিক গেম। এরপর গরমের ছুটি পড়বে আদালতে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। বিরোধীদের প্রতিবাদের দরজা বন্ধ করতে চলছে বোঝাপড়ার খেলা। এই ধারণাতেই শিলমোহর দিয়েছেন সাংসদ তথা রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তিনিও একই আশঙ্কা প্রকাশ করে এসেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদের কাছে।

আইনজীবীদের একাংশ অবশ্য একে এত ছোট খেলা বলে মানতে রাজি নয়। তাঁদের দাবি এর সঙ্গে রয়েছে বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ঠাণ্ডা লড়াই। এ

রাজ্য থেকে পাঠানো নামের সুপারিশ কলেজিয়াম না মানাতেই গোঁ ধরেছেন ধর্মঘটীরা। যে সংগঠনগুলি ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছে তাদের সঙ্গে বনছে না বিচারপতি নিয়োগের কেন্দ্রীয় সংস্থার। অর্থাৎ যাঁরা নিরপেক্ষতার আইকন সেই বিচারপতিরাও আজ রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির শিকার। ফলে সারা দেশেই বিচারপতির অভাবে ভুগছে বিচার ব্যবস্থা। একবার দেশের প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রীর সামনে চোখের জল ফেলেছিলেন বঞ্চিত বিচারপ্রার্থীদের বেদনায়। কিন্তু তাতেও অবস্থা বদলায়নি। তবে অন্য রাজ্যের আইনজীবীরা দাবি আদায়ে কলকাতার মতো বলি দেননি বিচারপ্রার্থীদের স্বার্থ। এ রাজ্যে এটাই ঘটল সুপরিকল্পিতভাবে। অথচ যারা হেনস্থার শিকার তারা জানতেই পারছেন না ধর্মঘটের হেঁশেলের খবর। সেখানে সাধারণের জন্য গোপনীয়তার বেড়াজাল।

গত সোমবার রাজ্যের প্রধান বিচারপতি অচলাবস্থা কাটাতে হাইকোর্টের কনফারেন্স হলে এক বৈঠকে বসেছিলেন বার কাউন্সিল, ইনকর্পোরেট ল সোসাইটি এবং বার লাইব্রেরির সঙ্গে। বিচারপতির আহ্বানে এ নাকি একটি এমন গোপন বৈঠক যা জানার অধিকার নেই সাধারণ মানুষের। বোঝা গেল আমাদের প্রতিনিধি বৈঠকে ঢুকে পড়তেই। সাংবাদিক এখানে অনুপ্রবেশকারী। এই অপরাধে চরম হেনস্থার শিকার হতে হয় তাঁকে। আমাদের প্রতিনিধিকে বের করে দেওয়া হয় বৈঠক থেকে। পরে অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করে অবস্থা সামাল দেন আদালতের আধিকারিকরা। জানা যায় প্রধান বিচারপতি সেখানে অচলাবস্থা কাটাতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও পরদিনই তা ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত বেড়ে যায় আইনজীবীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে। অর্থাৎ আইনজীবীরা গোপনীয়তা রক্ষা করে চালিয়ে যাচ্ছেন মানুষের জন্য তাদের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ। আসল খেলা জানতেই পারছেন না হতভাগ্য সাধারণ মানুষ। বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

স্মৃতি বিভ্রাটে বিপাকে বিজেপি

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে কি পরিণতি হয় ইতিহাসে তার শত শত উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে দেশে বিদেশে। এই ইতিহাস জ্ঞানে অজ্ঞ এমন একজনকেই কি দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ভার দেওয়া হয়েছে? ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে এখন এই প্রশ্ন উঁকি মারছে। বিরুদ্ধাচারণের জ্বালা জুড়োতে দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে জরুরি অবস্থার সময়ে সাংবাদিকদের জেলে পুরেছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। কিন্তু ভুয়ো খবর ছাপলে সাংবাদিকদের সরকারি স্বীকৃতি বাতিল হবে, এমন ফতোয়ার কথা তিনিও ভাবেন নি। কিন্তু সেই ভাবনাই ভেবে দেখালেন স্মৃতি ইরানি। এবার অবশ্য স্মৃতির নির্দেশ বাতিল করে সামাল দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও এ নিয়ে স্মৃতিকে ভর্ৎসনা করেছেন এমন শোনা যায়নি। ফলে সরকারের মনোভাব নিয়ে ভবিষ্যতের সন্দেহ পুরোপুরি মিটল না।

এর আগেও স্মৃতি নানা বিষয়ে অযাচিত মন্তব্য করে বিপাকে ফেলেছেন দলকে। মন্ত্রক বদল করেও ফল মেলেনি। তাঁর বিড়ম্বনা সিরিজের শিকার বাংলার সংস্কৃতিও। গত নভেম্বরে ধাক্কা দিয়েছেন বঙ্গ সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা গুরুসদয় মিউজিয়ামকে। বস্ত্র মন্ত্রকের তরফে এক তরফা নির্দেশে বাতিল করে দিয়েছেন সংগ্রহশালার কেন্দ্রীয় অনুদান। এমনকি রাষ্ট্রপতির চুক্তিও বাতিলের হুমকি দিয়ে রেখেছেন। বেতন না পেয়ে চরম আর্থিক অনটনে সরকারি তকমাধারী কর্মীরা। বহু চেষ্টা করেও সে জট খুলছে না। মন্ত্রকের আধিকারিকদের এক রা। মন্ত্রী না বললে কারোর সাধ্য নেই হ্যাঁ করার। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই এ খবর জানেন না। তাহলে অন্তত শান্তি পেতেন গুরুসদয় দত্ত।

পঞ্চায়েতে রক্তপাত

স্ত্রী প্রার্থী, স্বামী অপহৃত

সুভাষ চন্দ্র দাস : আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের গ্রামসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পদ পেয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী জগদীশ সরদারের স্ত্রী সোমা সরদার। সেই কারণে বুধবার থেকেই হুমকি আসছিল পরিবারের উপর। আরও অভিযোগ দুষ্কৃতীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় জগদীশ সরদারকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়িয়া গ্রামে। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। গত এক বছরের বেশি সময় ধরেই তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লক। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা প্রার্থী দেবে, না যুব তৃণমূল কর্মীরা প্রার্থী দেবে তা নিয়ে ছিল বিস্তর জল্পনা। অবশেষে দলের নির্দেশে গতবারের জয়ী প্রার্থীদের এবারের নির্বাচনে প্রার্থী করার কথা জানানো হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

একাধিপত্য কায়েমে তৎপর তৃণমূল

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জুড়ে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গঠনের জন্য তৎপর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এজন্য অবশ্য ওয়ার্ম আপ শুরু হয়েছে অনেক আগেই। এখন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতেই দলীয় নেতা-কর্মীদের জোশ চরমে। কোথাও বিরোধীদের দাঁত ফোটাতে দেওয়া হবে না এটাই এখন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। জুলুমবাজি, হামলা, সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য, বোমাবাজি, ভীতি প্রদর্শন...চলছেই। একইসঙ্গে নেতাদের গরমাগরম বাকযুদ্ধও অব্যাহত। সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলার এক শীর্ষনেতা বলেই ফেললেন, এবার ঝাণ্ডার সঙ্গে ডাণ্ডাও থাকবে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য আগামী ১ মে ভোটগ্রহণ করা হবে। এই জেলায় মোট ৩২৩৪টি গ্রাম সংসদ, ৬১৮টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৫৮টি জেলা পরিষদের আসন রয়েছে। এবার প্রায় ৩২ লক্ষ ভোটদাতা ১ মে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় সিপিএমের লালদুর্গ তছনছ করে দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে, এই জেলায় সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তির তুলনায় দুর্বল হলেও বিজেপি কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে এই নির্বাচনে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। জেলার মধ্যে একমাত্র কাটোয়ার শ্রীখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। এই পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক মজুমদার জেলা কংগ্রেসের একজন সাধারণ সম্পাদক হলেও তিনি দলকে অন্যত্র শক্তিশালী করতে পারেননি। জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি দেবু টুডু সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এতদিন জেলাজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে উন্নয়নকাজ করেছে তাতে বিরোধীদের আর কিছু বলার নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোট বয়কটের ডাক

পার্থ ঘোষ, বারাসত : আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন গ্রামবাসীরা। এলাকায় কাজ হয়নি, প্রত্যাশা পূরণে অপারগ শাসক দলের পাশাপাশি বিরোধীদেরও গ্রামে ঢুকে প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপ করেছে তারা। হাবড়া ২ নম্বর ব্লকের এমন প্রচারে শাসক থেকে বিরোধী সকলেই তাই ব্যাপক ফ্যাঁসাদে পড়েছে।

হাবড়া ২ নম্বর ব্লকে যে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে তার মধ্যে একটি ভুরকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত, এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি আগাগোড়া শাসক দলের দখলে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সেনডাঙা রাজেন্দ্র শিবির ১ নং ও ২ নং কলোনি, কেওসা ও গিলাগোল গ্রামের বাসিন্দারা মূলত এই ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে। রাজেন্দ্র শিবিরে ঢোকার মুকে একটি বাঁধানো সেতু ছিল যা কিনা বেশ কিছুদিন আগে ভেঙে যায়। এই সেতু ভেঙে যাওয়ার কারণে ওই এলাকার এবং আশেপাশের গ্রামের মানুষের যাতায়াত করতে অসুবিধা হতে শুরু করে। সেতু নিয়ে বারবার প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে দরবার করেও কোন সুরাহা হয়নি বলে এলাকার মানুষের ক্ষোভ। শুধু তাই নয় সারানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেতু মেরামতের ন্যূনতম উদ্যোগ দেখা যায়নি পঞ্চায়েত প্রশাসনের তরফ থেকে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সেতু সংস্কার খানিকটা করে যাতায়াত করার চেষ্টা করছেন গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন 'আশে পাশের চারটি গ্রামের মানুষ তাদের ব্যবসা বাণিজ্য, লেখাপড়া জাতীয় যাবতীয় যাতায়াত এই সেতুর মারফৎ করে থাকেন' তাই এবারে পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে রীতিমতো ব্যানার লিখে ভোট বয়কট চেয়েছেন তারা। ভুরকুণ্ডা গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান খায়রুন্নেসা বিবি জানাচ্ছেন, 'আমাদের সদিচ্ছা আছে, কিন্তু অর্থের সমস্যা থাকার কারণে আমরা আপাতত কংক্রিটের সেতু বানাতে পারছি না, তবে ভবিষ্যতে বানাতে পারব।

কিন্তু গ্রামের মানুষ কংক্রিটের সেতু চান।' বিরোধীরাও সুযোগ বুঝে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন। সেতুকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় রাজনৈতিক তরজায় স্বভাবতই তৈরি হয়েছে শাসক বিরোধী টানাপোড়েন।

আক্রান্ত বিজেপি, গুলিবিদ্ধ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: পঞ্চম দিনেও দফায় দফায় আক্রান্ত বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার রাতে উস্তির বাহিরপুয়াতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বিজেপির মণ্ডল নেতা দিবাকর মণ্ডল (২৮)। গুলিবিদ্ধ দিবাকরকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দিবাকরের পায়ে গুলি লেগেছে। এই ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। তবে তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দিবাকর গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর এলাকার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় অফিস ভাঙচুর চালায়। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন রাত ৮টা নাগাদ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে পঞ্চায়েতে নিয়ে বৈঠক করে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন দিবাকর। সেইসময় পেছন থেকে দিবাকরকে গুলি করা হয়। গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন দিবাকর।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ - দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবা থানার বিপ্রদাসপুরে। বুধবার রাতে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি হুমকি ও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি বৃহস্পতিবার সকালে এই এলাকার মন্ডল সভাপতি সন্দীপ মণ্ডলের উপর চড়াও হয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করে শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী। ঘটনায় সন্দীপবাবু গুরুতর জখম হয়ে বর্তমানে গোসাবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গোসাবা থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

রক্তাক্ত রামপুরহাট

অভীক মিত্র : মনোনয়ন তোলাকে কেন্দ্র করে বীরভূম জেলায় বিরোধীদের মারধর করার অভিযোগ উঠলো শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সোমবার মনোনয়নপত্র তোলার প্রথমদিনেই রক্তাক্ত হয়ে উঠলো বীরভূম জেলার মহকুমাশহর রামপুরহাট-১নং ব্লক অফিস চত্বর। রামপুরহাটে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হয় দুই এসইউসিআই কর্মী। রামপুরহাট-১নং ব্লকে বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র তুলে পূরণ করার সময় বিজেপি নেতৃত্বকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠে এসআই -র বিরুদ্ধে। দুস্কৃতীরা তাদের পেটাতে আরম্ভ করে। রামপুরহাট বিজেপি শহর সভাপতি নীলকণ্ঠ বিশ্বাস সহ আট বিজেপিকর্মী রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এরপর পাঁচের পাতায়

অশান্তি বারুইপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত শুক্রবার বারুইপুর বিজেপি অফিসে শিখরবালি গ্রামপঞ্চায়েতের মনোনয়ন জমা দিতে এসে আক্রান্ত হন সুব্রত মণ্ডল নামে এক বিজেপি কর্মী। তিনি এসেছিলেন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে। অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা প্রথমে বচসা পরে মারধর করে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। এছাড়া বারুইপুরে মনোনয়ন পর্ব চলে মোটামুটি শান্তিতে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বারুইপুর ছাড়াও এদিন আলিপুর মহকুমা অফিসে মনোনয়ন পর্ব চলে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে। বহু তৃণমূল সমর্থকদের ঘিরে ব্যাহত হয় স্বাভাবিক কাজকর্ম।

শান্তি বিরাজ সুন্দরবনে

মেহেবুব গাজী,কাকদ্বীপ : সুন্দরবন পুলিশ জেলার ৮টি ব্লকে নির্বিঘ্নে চলছে মনোনয়ন। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত প্রত্যেকটি ব্লকে শাসক ওবিরোধী মনোনয়ন নিয়ে কোন অভিযোগ তোলেনি। শাসক ও বিরোধীরা ও একে অপরের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মেতেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা চা, মুড়ি ভাগাভাগি করে খেয়েছেন। এই ছবি ধরা পড়েছে কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মন্দিরবাজার, কুলপি, মথুরাপুর-১ও মথুরাপুর-২ ব্লকে। কোন দল রাজনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেননি বলে মত দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস নেতৃত্ব। ৮টি ব্লকের প্রত্যেকটিতে এদিন সন্ধে পর্যন্ত জমা পড়েছে প্রচুর মনোনয়নও। যে মনমন্দিরবাজার ব্লকের বেশকিছু পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধীরা সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে আসছেন।

কিন্তু এই নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত কোন অভিযোগ নেই। সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, এখনও পর্যন্ত কোন গন্ডগোল হয়নি। সিপিএম এখনও মনোনয়ন জমা দেয়নি এই এলাকায়। প্রশাসনের কাছে আশা করব গণতন্ত্রে যেন সবদল অংশ গ্রহণ করতে আরে সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া। বিজেপি নেতা সুফলঘাটু বলেন, ওই ব্লক গুলোতে আমাদের দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করছে। আগামী দিনেও মনোনয়ন জমা দেবে। পুলিশের ভূমিকা এদিন পর্যন্ত ঠিক আছে।

আশা করি এই ভূমিকা নির্বাচনের দিন পর্যন্ত থাকবে। রাজ্যের মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা বলেন, তৃণমূলকংগ্রেস উন্নয়নকে সঙ্গী করে মানুষের কাছে ভোট চাইছে। সন্ত্রাসের প্রয়োজন হয়না। বিরোধিরা কোন অভিযোগ করছে বলে আমি শুনিনি। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার তথাগত বসু বলেন, প্রত্যেক ব্লকে প্রয়োজনীয় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে সুষ্ঠ ভাবে মনোনয়ন পেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নাজেহাল পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্ক চলছেই। তারই মধ্যে শুরু হয়েছে মনোনয়ন পর্ব। বাংলার জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে অশান্তি। গুলি বোমার শব্দে বিদীর্ণ আকাশ বাতাস। পরীক্ষার মরশুমে যেখানে মাইকের শব্দ নিষিদ্ধ সেখানে রাস্তা ঘাটে রে-রে শব্দ, ঝোপে ঝাড়ে রক্তাক্ত মানুষ। পড়াশুনা তো দূর অস্ত, বাইরে বেরোতেই ভয় পাচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা। রাজনৈতিক নেতাদের সংযম নেই, পুলিশের সামলাবার দম নেই। এই নেই-নেই-এর চাপে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অবস্থা বেজায় করুণ। সব দায় গিয়ে পড়ছে নির্বাচন কমিশনারের উপর। গ্রাম বাংলা বলছে ওই পদে পড়ুয়া বান্ধব মানুষ চাই যাঁর মানবিক হৃদয় থাকবে। শিক্ষক শিক্ষিকারা বলছেন, শিক্ষায় বাংলা ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই অধোগতিকে আরও বাড়িয়ে দিল।

কারেকশন গন–কেনা অন, আপাতত মূলমন্ত্র বাজারে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

কারেকশন পরবর্তী বাজার যখন ঘুরে দাঁড়ায় তখন প্রথমেই বোঝা যায় না এই ইতিবাচকতার কথা। সময় গড়ালে একটু একটু করে পরিস্কার হতে থাকে বাজারের অগ্রগতির ছবি। বিভিন্ন সময়ে কারেকশন শেষ হওয়ার পর অন্ততপক্ষে মাস খানেক বা তার বেশি একটা কনসোলিডেশন ফ্রেজ চলতে থাকে অর্থবাজারে। যথারীতি সূচকজোর তখন একটা গণ্ডির মধ্যে ঘুণচক্কর কাটতে থাকে। এবারেও হয়তো সেই দিকটা শুরু হয়েছে। প্রথমে মাস দুয়েক ধরে বাজারের টানা নিচে আসা, ১০–১২ শতাংশ মতো কারেকশন সেরে ফেলা। তারপর আবার ইতিউতি ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালানো। বস্তুত এখন সেই পর্বটাই শুরু হয়েছে ভারতের অর্থ বাজারে। টানা এক বছর বাড়ার পর মাস দুয়েকের সংশোধন। আর তারপর ফের নতুন করে সব আরম্ভ করার পালা। এই নকশাতেই এখন অগ্রসর হচ্ছে নিফটি ও সেনসেক্স। আর এই নতুন অধ্যায়ে নিচের জায়গাটা আপাতভাবে স্পষ্ট, তাকে পোশাকি ভাষায় সাপোর্ট বলে অভিহিত করা যায়। সেটি হল ১০ হাজারের খুব কাছাকাছি। খুব খারাপ অবস্থাতে নিফটি যদি ১০ হাজারের ঘর আরও একবার ভেঙে দেয়, তাও ৯৭০০–এর নিচে যাওয়া নিফটির পক্ষে একরকম অসম্ভব। আর ওপরের দিকে রেজিস্ট্যান্সের আশু জায়গাটা যে ১০,৬০০ সেটাও একজন আনকোরা ট্রেডার পর্যন্ত বলে দিতে পারে। তার আগে অবশ্য ১০,৪০০–র গেরোটা অতিক্রম করে দেখাতে হবে শেয়ার বাজারকে।

এভাবে মাস খানেক কাটাতে পারে ভারতের সূচকদ্বয়। তারপর কি হবে না হবে তার জন্য আবার ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। যদি দেখা যায় কর্ণাটকে বিজেপি সরকার গড়ার মতো জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু বাজারের ওপরে ওঠার গতি বেড়ে যেতে পারে। আর বিজেপির যদি ভরাডুবি ঘটে ও কংগ্রেসের মতো বিরোধীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তবে বাজার চিৎপতাং হতে বেশি সময় নেবে না। বোঝা যাচ্ছে দুধরনের সম্ভাবনাই আপাতত খোলা রয়েছে সামনে। এই অবস্থায় ট্রেডারের যেটা কর্তব্য সেটা হল শেয়ার কেনার পর তা বারবার সামান্য লাভে বেচে মূলধন ঠিকঠাক রাখা। পুঁজি যদি এই অচলাবস্থায় পড়ে ঘেঁটে যায় তবে মুশকিল বাড়বে বই কমবে না।

এই বাজারে আন্দাজে কিছু বলে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময় নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এই দুয়ের মিশেলে মোটামুটি একটা চার্ট বানানো সম্ভব যা বেদবাক্য হয়ে উঠতেই পারে।

রাজ্য পুলিশে ৫৭০২ কনস্টেবল

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫,৭০২ জন কনস্টেবল নেমে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। কেবল পুরুষরা আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। উল্লেখ্য, গত ৩০ মার্চ সংখ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৬১০০ কনস্টেবল ও সাব–ইনস্পেক্টর' শীর্ষক সংবাদে আগ্রহী প্রার্থীদের অবগতির জন্য এই নিয়োগের খবর আগাম জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে কনস্টেবলের শূন্যপদের সংখ্যা ৫,৩০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫,৭০২টি। মহিলারা আবেদন করবেন না। হোম গার্ড পার্সোনেল, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে কর্মরতরা শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদ : ৫,৭০২টি (সাধারণ ২০৮৭, সাধারণ–ই সি ১২৬৩, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৫৫২, তফসিলি জাতি ১৭৯, তফসিলি জাতি–ই সি ৫৮৩, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১৩৯, তফসিলি উপজাতি ১০৮, তফসিলি উপজাতি–ই সি ১৭৫, ওবিসি–এ ১৬৯, ওবিসি–এ–ই সি ২৪৯, ওবিসি–বি ৩৪, ওবিসি–বি–ই সি ১৬৪)। ১–১–২০১৮ তারিখ অনুসারে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য ১০ শতাংশ এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে কর্মরত প্রার্থী ও হোম গার্ডদের জন্য ১৫ শতাংশ শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভিন্ন সাব ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : অন্তত ১৬৭ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ সেমি ও ৮৩ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। ওজন অন্তত ৫৭ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫৩ কেজি)।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মী এবং হোম গার্ড ও ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কোর্সে কর্মরতরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ফাইনাল লিখিথ পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধু একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হলে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র মিলবে। ফাইনাল পরীক্ষায় সফল হলে নেওয়া হবে ইন্টারভিউ। ফাইনাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ (৫০ নম্বর), পাটিগণিত (৩০ নম্বর) এবং রিজনিং (২০ নম্বর) বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আচে। দৈহিক মাপজোক যাচাইয়ের পরে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড ১.৬ কিলোমিটার দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ফাইনাল পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ (২৫ নম্বর), ইংলিশ (২৫ নম্বর), এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স (২০ নম্বর), এবং রিজনিং অ্যান্ড লজিক্যাল অ্যানালিসিস (১৫ নম্বর) বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

লিখিত ফাইনাল পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী নির্বাচন প্রার্থীদের ডাকা হবে ইন্টারভিউয়ের (১৫ নম্বর) জন্য। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

আবেদন করা যাবে অফলাইন–অনলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.policewb.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট (৪.৫×৩.৫ সেমি) মাপের ফটো (অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে, ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং ১.৭×৯.২ সেমি মাপের সই (৫ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্তের ওপর অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর আছে কিনা দেখে নেবেন। দরখাস্তের বয়ান পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

এছাড়াও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড স্বীকৃত সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৩ টাকার বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৭০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা)। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ই–ওয়ালেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ দিতে হবে অতিরিক্ত ৫ টাকা। ফি জমা ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। চালান ডাউনলোড করার ২টি কাজের দিনের পর ফি জমা দিতে হবে ইউবিআই–এর যে–কোনও ব্রাঞ্চে। ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ ইন করে সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। ফি জমা দেওয়ার পর চালানের তথ্য সহ অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিটের শেষ তারিখ ৪ মে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ই–পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে, ইন্ডিয়া পোস্ট চালানের মাধ্যমে। ফি দিতে হবে 'West Bengal Police Recruitment Board'–এর অনুকূলে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্ট দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। এছাড়াও ডাউনলোড করে নেওয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। চালান ডাউনলোড করার পরের কাজের দিন ফি জমা দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অংশটি দরখাস্তে সেঁটে দেবেন।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার নথি–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩২×২২ সেমি মাপের খামে ভরে পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায় : Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block–DJ, Sector–II, Salt Lake City, Kolkata–700 091. খামের ওপর 'NAME OF THE RECRUITMENT, NAME OF THE POST, APPLICATION SERIAL NO.' লিখে দেবেন। দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ২ মে।

অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে বেনেব এই ওয়েবসাইট থেকে : www.policewb.gov.in খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে (শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে)। যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৭০৪৪১০৮৬৮৯/৭০৪৪১০৯৩৪৬। ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : wbprbonline@applythrunet.co.in

হাওড়া জেলায় ২২০ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে ২২০ জন মহিলা কর্মী নেবে হাওড়া জেলার আমতা ২ নম্বর, বাগনান ২ নম্বর এবং উদয়নারায়নপুর ব্লকের শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক অফিস।

অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নিয়োগ হবে আমতা ২ নম্বর ব্লকের অমরাগড়ী, ভাটোরা, বি–কে–বাটি, গাজিপুর, জি বি চিৎনান, জয়পুর, ঝামটিয়া, ঝিকিরা, খালনা, কাশমলি, কুশবেড়িয়া, তাজপুর, থালিয়া এবং নওপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৭৬। পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করবেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগ হবে বাগনান ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে। মোট শূন্যপদ ১৭টি। বাগনানে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নিয়োগ হবে এইসব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে– শরৎ, ওড়ফুলি, আন্টিলা, বাঁন্টুল, বৈদ্যনাথপুর, মুগ–বেনাপুর, চন্দ্রভাগ এবং হালান। মোট শূন্যপদ ৫০টি।

উদয়নারায়ণপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগ হবে উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে। মোট শূন্যপদ ২০টি। অঙ্গনওয়াড়ি সহয়িকা নিয়োগ হবে এইসব গ্রাম পঞ্চায়েত– খিলা, হরিশপুর, আর ডি এ, হরালী উদয়নারায়পুর, কুরচি শিবপুর, পাঁচারুল, সিংটি, কানুপাট মনশুকা, দেবীপুর, জিবিপুর ও বিবিপুরে। মোট শূন্যপদ ৫৭টি।

কেবল সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী : মাধ্যমিক পাশ। অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা : শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত অষ্টম শ্রেণি পাশ।

বয়স : ১–৩–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে এগুলি কোনও স্থায়ী সরকারি চাকরি নয়। নির্বাচিত প্রার্থীরা সরকারের নির্ধারিত সাম্মানিক ভাতা পাবেন।

আমতার ক্ষেত্রে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩০০/আই সি ডি এস/এ–২, বাগনানের ক্ষেত্রে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৬৪/আই সি ডি এস/বাগ–২ এবং উদয়নারায়ণপুরের ক্ষেত্রে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৫০/আই সি ডি এস/উঃ নাঃ পুর। প্রার্থী বাছাই করা হবে ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.howrah.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের ওপর প্রার্থী যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম এবং প্রার্থীর নাম, জাতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখে দেবেন। দরখাস্ত যে কোনও কাজের দিন সরাসরি জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্লকের শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিসে।

আমতার ক্ষেত্রে দরখাস্ত ২৫ এপ্রিল বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, আমতা ২ নম্বর সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, হাওড়া, বাগনানের ক্ষেত্রে ১৭ এপ্রিল, বিকেল ৩টের মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, বাগনান ২ নম্বর সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, হাওড়া এবং উদয়নারায়ণপুরের ক্ষেত্রে ২৪ এপ্রিল বিকেল ৪টের মধ্যে এই ঠিকানায় : সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, উদয়নারায়ণপুর সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প হাওড়া।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

প্রার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং ২ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো (উদয়নারায়ণপুরের ক্ষেত্রে এককপি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো)। পাসপোর্ট মাপের ফটোগুলি দরখাস্ত এবং প্রবেশপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন এবং আড়াআড়িভাবে সই করে দেবেন। অন্য ফটো দু'টির পিছনে প্রার্থীর নাম লিখে আলাদা খামে ভরে দেবেন।

বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

স্থায়ী বাসিন্দা হাওয়ার প্রমাণপত্রের মূল নথি।

কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ৬টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো ১০×৪ ইঞ্চি মাপের একটি খাম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ এপ্রিল – ১৩ এপ্রিল, ২০১৮

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে যোগ রয়েছে।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ৭৩

১			২	■	৩	■	৪
	■	■		■	৫		
	■	■	৬			■	■
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
■	■	১১			■	■	
১২			■		■	■	
	■		■	১৩			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। রাবণের সেনাপতি ও মাতুল ৫। ত্বক ৬। সেনানিবাস, তাঁবু ৭। বড় পুকুর, দিঘি ৯। (আল.) সংঘর্ষমলূক কাজের অঙ্গ বা যন্ত্র ১১। বাজে গন্ধ ১২। পশুর শাবক ১৩। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির অসুস্থতা সম্পর্কে সরকারি বিজ্ঞপ্তি।

উপর–নীচ

১। শব্দালংকার বিশেষ ২। মাথা নিচু করে আছে এমন ৩। বিচারক ৪। পল্লি, মহল্লা ৮। পায়রার ডাক ৯। নিমজ্জিতপ্রায়, হতাশ্বাস ১০। যুদ্ধক্ষেত্র ১২। মলনালির রোগ বিশেষ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭২

পাশাপাশি : ১। বিকালবেলা ৪। পাক ৬। করণিক ৮। নবনীত ১০। আলবাত ১২। পরগনা ১৪। বল্য ১৫। চন্ডী লাহিড়ি।
উপর–নীচ : ২। কামদেব ৩। লক্তক ৫। কষ্ট কল্পিত ৭। রসাল ৮। নবপল্লব। ৯। নীরোগ ১১। বাদশাহি ১৩। নাকচ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

উপপ্রধানকে বেধড়ক মার

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হতেই শুরু হয়ে যায় কোন্দল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে মার খেল প্রতাপনগর পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নিতাই সর্দার।। প্রতাপনগর কমিটির বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার সময় গ্রামবাসীদের হাতে প্রহৃত হন নিতাই বাবু। বেধড়ক মার দিয়ে উপ প্রধান নিতাই বাবুকে কাছেই এক পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। সঙ্গে তার অনুগামীদেরও । ঘটনাটি ঘটে রবিবার রাতে। খবর পেয়ে চটজলদি সোনারপুর থানার পুলিশ পৌঁছায় এবং ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিতাই বাবু ও সহকর্মীদের। এই নক্কারজনক ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে জেলা পরিষদের সদস্য দিলীপ কুমার ঢালির দিকে। দিলীপ বাবুর বক্তব্য, স্থানীয় মানুষ জন নিতাই বাবুর দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। উপ প্রধান নিতাই সর্দার বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে তাদেরকে নিয়ে একবারের জন্য আলোচনায় বসেনি দিলীপ বাবুরা। শুধু তাদের প্রিয় লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছে। সেই কারণেই নিতাইবাবুরা কোন পথে চলবেন সে নিয়ে এক কর্মীর বাড়িতে আলোচনা সভা করে ঘরে ফেরার সময় গ্রাম দিলীপ ঢালির লোকজনের হাতে মারধর খেতে হয়।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজস্ব প্রতিনিধি:ফের সোনারপুরে জমি দখলকে কেন্দ্র করে মারধরের অভিযোগ উঠলো। কিছু দিন আগে পাঁচিল দেওয়া নিয়ে মা ও ছেলেকে বেধড়ক মারলো এক অভিযুক্ত। এবারে প্রোমোটিং করার জন্য জোর করে জমি দখল নিয়ে উত্তেজনা ও মারধর চললো জমির মালিকের উপর। সোনারপুরে কুমড়োখালি পূর্ব পাড়ায় বহু দিন ধরে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ঝামেলা হচ্ছিলো আনসার আলি সর্দার ও আলাউদ্দিন সর্দারদের সাথে রহিম মোল্লা ও সাইফুল্লা লস্করদের । কয়েক দিন আগে জমি দখল করতে যায় রহিম ও সাইফুল্লারা। সঙ্গে বেশ কিছু সঙ্গী লাঠি, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে যায়। ঠিক সেই সময় আনসার ও আলাউদ্দিনরা জমি দখলের কাজে বাধা দিতে গেলে তাদের উপর চড়াও হয় রহিম ও সাইফুল্লার দলের লোকেরা। কিন্তু কি কারণে এই জমি বিবাদ? জবাবে আনসার আলি বলে– এই জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা মোকদ্দমা হয় বারুইপুর আদালতে। আদালতের রায়ে হেরে যায় রহিম ও সাইফুল্লারা। এই রায়ের কপি সোনারপুর থানায় আসে। এরপর থানা জমি দখলদারীদের কাছে নোটিশ পাঠায়। এরপর রবিবার ফের জমির দখলদারী নিয়ে বিবাদ। এদিন মারধরের ঘটনায় আনসার আলি ও তার সঙ্গীরা আহত হয়। আনসার ছাড়াও আহত হয় বচিরণ সর্দার, কাদন আলি সর্দার। এই বচিরণ ও কাদনদের অবস্থা গুরুতর হওয়ার জন্য কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোনারপুর থানায় অভিযোগ হয়। অন্য দিকে অভিযুক্তরা পলাতক। সোনারপুর থানা এই নক্কারজনক ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

৯ জন ভারতীয়র শ্রীলঙ্কা যাত্রা বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কৃষ্ণরাজপুরম থেকে যশোবন্তপুরম হাওড়া সুপার ফার্স্ট এক্সপ্রেসে সফর করা কালীন এস–৮ কোচ থেকে আলাপচারিতায় জানা যায়, হাওড়া এবং হুগলি জেলা থেকে ৯ জন যুবক ২২ মার্চ নেতাজি বিমানবন্দর থেকে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালোর বিমান বন্দরে অবতরণের পর এখান থেকে ওখানে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়নি, সুতরাং ট্রেনে স্বস্থানে প্রস্থান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুসলিম যুবকটি হুগলির হিন্দমোটরের বাসিন্দা এবং স্বর্ণশিল্পী।

গ্রেপ্তার ভুয়ো কন্ডাক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩১ মার্চ শনিবার সকালে দুর্গাপুর থেকে বহরমপুরগামী দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন নিগমের সরকারি বাস থেকে সিউড়ি সরকারি বাস ডিপোতে এক ভুয়ো কন্ডাক্টরকে গ্রেপ্তার করলো সিউড়ি থানার পুলিশ। টিকিট ছাপিয়ে সরকারি বাসের যাত্রীদের থেকে টাকা তুলতো ওই ভুয়ো কন্ডাক্টর।

নদী পথে চোলাই গাঁজার রমরমা ব্যবসা

পুলিশি নজরদারির অভাব

অছিপুর থেকে ফলতা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির অছিপুর থেকে ফলতা পর্যন্ত হুগলি নদী জলপথে রাতের অন্ধকারে চোলাই মদ, চরস, গাঁজার রমরমা অবৈধ ব্যবসা চলছে। এমনকি দেশি বিদেশি পণ্য বহনকারী জাহাজ থেকে ছোলা, মটর, চিনি, ময়দা কাটাই করে ব্যবসা চালাচ্ছে এক শ্রেণির সিন্ডিকেট। নদীপথে কোনও পুলিশি নজরদারি নেই। আর থাকলেও তাদের সঙ্গে অবৈধ সিন্ডিকেটের রফা করা আছে বলে জানা যাচ্ছে।

সূত্রের খবর, চোলাই বিষ মদে জেলায় মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন চোলাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে হাওড়া জেলার মাথাভাঙা, মদাই এলাকা থেকে নদীপথে চোলাই আসছে। রাতের অন্ধকারে গোপন জায়গায় পূজালি, বিড়লা তিনফটক, বুড়ুল, রায়পুর, নলদাড়ি এলাকায় জোর করে চোলাই নামছে। তারপর এপারের ব্যবসায়ীরা নোদাখালি, বজবজ, ফলতা থানা এলাকায় ওই চোলাই সরবরাহ করছে। সম্প্রতি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে চোলাইয়ের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ টাকার গাঁজা ও চরসের ব্যবসা করছেন হাওড়া জেলার জনৈক এক ব্যক্তি। পুলিশ প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আবার বিষ মদ কাণ্ডের মতো বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

দীর্ঘদিন নলকূপ খারাপ, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ পানীয় জলের জন্য প্রায় দু–তিন কিমি ছুটে যেতে হয় গ্রামবাসীদের।পাড়ার প্রতিটি নলকূপই অকেজো।একটি প্রাইমারি বিদ্যালয়ের নলকূপের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের।এমনই পরিস্থিতি ক্যানিং এক নম্বর ব্লকের গোপালপুর পঞ্চায়েতের গোপালপুরের। এলাকার সৌরভীপাড়া,মাঝেরপাড়া,উত্তরপাড়া, মোল্লা পাড়া,দক্ষিপাড়ার পানীয় জলের নলকূপ

গুলি দীর্ঘদিন খারাপ।এলাকায় একটি মাত্র পানীয় জলের নলকূপের উপর নির্ভরশীল প্রায় হাজার খানেক গ্রামবাসী।তাঁদের দাবি, গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে একাধিকবার জানিয়েছি। কোনও সুরাহা হয়নি। এবিষয়ে গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান পাপিয়া মন্ডল কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, বুধবার এলাকায় কন্ডাক্টর কে পাঠিয়েছি,পরিস্থিতি দেখে খুব শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিবেশ বান্ধব বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধুলো, বালি, বাধা থেকে কচিকাঁচাদের বাঁচাতে চায় আদালত। তাই দেশজুড়ে সব স্কুলের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণের নির্দেশ জারি করল দিল্লির জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুন্যালের প্রিন্সিপ্যাল বেঞ্চ। সেই রায় মেনে সম্প্রতি সরকার ও সরকার পোষিত এবং বেসরকারি সমস্ত স্কুলে ‘গ্রিন বেল্ট’ তৈরির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্কুল শিক্ষা দফতর। উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের কাজে যেভাবে গাছ কেটে ফেলা হয়েছে তাতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ছাড়িয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল। গ্রিন ট্রাইবুন্যালের নির্দেশ, স্কুল ক্যাম্পাস গুলিকে দূষণ মুক্ত রাখতে ব্যাপক পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। কারণ যে হারে দূষণের মাত্রা বাড়ছে, তাতে বহু স্কুল পড়ুয়ার শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, সর্দি–কাশি,

পেটের অসুখ লেগেই থাকছে। শুধু স্কুল ক্যাম্পাসে নয়, আশে পাশে গাছ লাগানোর উৎসাহ দেওয়া হয় স্কুল পড়ুয়াদের। সেই গাছ গাছালির যত্নও নেবে পড়ুয়ারা। আমাদের স্কুলে ‘নেচার্স ক্লাব’ তৈরি করে ও FCO ক্লাব তৈরি করে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে নিয়মিত বৃক্ষরোপণের উৎসাহ প্রকাশ করা হয়।

ছাত্রের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি জেলার বাসিন্দা সেখ নাজিমুল পড়াশুনোর সুবিধার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার জগন্নাথ পুর দক্ষিণ পাড়ায় ভাড়া থাকত তার মা বাবার সাথে। এ বছর সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ৫ এপ্রিল সকালে তার বাবা মা দেখেন ছেলে আত্মহত্যা করেছে কোনও কারণ অবশ্য এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। বাবার বক্তব্য ছেলে কোনও বিষাদে ভুগতো না। কিন্তু তাও কেন এমন করল বোঝা যাচ্ছে না। এলাকায় সুনাম ছিল নাজিমুলের এছাড়াও কিছু টেলিফ্লিম ও সিরিয়ালেও পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছিল সে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে আত্মহত্যার কারণ।

কাটোয়ায় অবহেলায় দরদী কবির মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: দরদী ও মেহনতি মানুষের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবক্ষ মূর্তিও অবহেলার শিকার। না, কবির মূর্তি ভাঙা হয়নি কিংবা কালিমালিপ্তও করা হয়নি। তবে, কবির আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে প্রতিনিয়ত যেধরনের পরিবেশ রচনা করা হচ্ছে তা সভ্য সমাজের কাছে নিঃসন্দেহে অপমানজনক। যে কবি তারুণ্যের প্রতীক ছাত্রদলের বন্দনা করেছিলেন, যিনি শ্রমিক ও শোষিত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ– কষ্ট–বেদনার কথা তুলে ধরার জন্য বারংবার কলম হাতে নিয়েছিলেন সেই অমর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর মূর্তির প্রতি কিনা অবহেলা! এ কোন সমাজ, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে?

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরের একপ্রান্তে পানুহাট বাজার এলাকায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। কাটোয়া এলাকার একটি পাক্ষিক পত্রিকার উদ্যোগে এবং শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় বছর কয়েক আগে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর আর পাঁচটা জায়গায় যা হয় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রথম প্রথম মূর্তির পাদদেশের পরিপাটিরূপ চোখে পড়ত। অনেকেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দরদী কবির মূর্তির দিকে তাকাতেন। কিন্তু, সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। দু'পাশের কংক্রিটের দেওয়ালের ফাঁকে কবি যেন কোণঠাসা। মূর্তির পাদদেশে মাংস বিক্রেতার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, টিনের ড্রাম সহ আরও কতকিছু! সভ্য সমাজের কেউ যদি ভেবে থাকেন তিনি কিছুক্ষণের জন্য মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দরদী কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তাহলে তাঁকে কার্যত মেমে নিতে হবে তিনি ভুল জায়গায় চলে এসেছেন। এই স্থান কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থান নয়। এটি ইঁদুর দৌড়ে শামিল হওয়া জনতার রুজিরোজগারের জায়গা। এখানে কবিকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার জন্য ওই অবিবেচক উদাসীন জনতার কাছে কোনও সময় নেই। তাই দিনের পর দিন এখানে কবির প্রতি অনাদর যে বেড়েই চলছে।

এই সভ্য সমাজে এখন বিভিন্ন বিদ্বজ্জন, মণীষী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মূর্তি প্রতিষ্ঠার চল হয়েছে। নানা আঙ্গিকের সেই সব মূর্তি বিভিন্ন জায়গায় আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার পর গুরুগম্ভীর ভাষণ দেওয়ার কোনও কোনও খামতি থাকে না উদ্যোক্তা সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দের। এর কিছুদিন পর থেকেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে। সভ্য সমাজের চোখের সামনেই মূর্তির প্রতি অপমানজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি। কোথাও কোথাও সুরক্ষা বলয় পেরিয়ে মূর্তি বিকৃত করার অপচেষ্টা। কাটোয়া শহরেই রেডক্রস ভবন সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের মূর্তির একটি হাত ভেঙে দিয়েছিল অসভ্য ও বর্বরের দল। শহরের টেলিফোন ময়দানে স্থাপিত জওহরলাল নেহেরুর মূর্তিতে সপ্তাহ খানেক আগে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কালি লেপে দিয়েছিল। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত অনেক মূর্তিও অনাদরের শিকার। সেক্ষেত্রে পানুহাট বাজারে স্থাপিত কবির মূর্তিও এই অসম্মানের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

১৫০ বছর উদযাপনে ভদ্রেশ্বর পুরসভা

মলয় সুর, হুগলি : সুষ্ঠ সমাজ ও সবুজায়নের বার্তাকে সামনে রেখে এ বছর ১৫০তম বর্ষে পদার্পণ করল ভদ্রেশ্বর পুরসভা। সারাবছর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে ১৫০ তম বছর পালন করবে এই পুরসভা বলে জানান ভদ্রেশ্বর পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী। ১৫০তম বর্ষে পা রাখা ভদ্রেশ্বর পুরসভার দেবগোপাল চক্রবর্তী। তিনি একটানা ৩১ বছর পুরসভার পুরপ্রধানের দায়িত্ব সামলেছিলেন। এই পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধানের দায়িত্বে থাকা প্রলয় চক্রবর্তী ১৫০ বছর পালন করতে গর্বিত বলে জানান। পুর এলাকায় ‘অঙ্কুর’ হাসপাতালকে আধুনিকমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা এবং আইসিইউ ব্যবস্থায়

অনুষ্ঠানটি শুভ সূচনা রবিবার সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হল। ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল পথচলা শুরু হয় ভদ্রেশ্বর পুরসভার। এই পুরসভার প্রথম পুর প্রধান ছিলেন ১৯৪৭ সালে ডাঃ অক্ষয় কুমার মুখার্জী। এরপর ১৯৪৮ সালে পুর প্রধান হন মি. জি ডি বুচার্ট। সন্তোষ কুমার পাল চৌধুরী, সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী, সতীশ চন্দ্র ঘোষ। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের আমলে পুরপ্রধান নির্বাচিত হন রোগীদের চিকিৎসা মান বাড়ানো হবে। ভদ্রেশ্বরে নেতাজি ভবনকে আরও আধুনিকীকরণ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর গীতাঞ্জলী আবাসন প্রকল্পে গরিব মানুষদের ২০০ জনকে সরকারি বাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি স্যুইপ পদ্ধতির মাধ্যমে ট্যাক্স কালেকশন চালু করা হয়েছে। পুর প্রধান প্রলয় চক্রবর্তী আরও জানান, হুগলি জেলার পুর কর্মচারীদের নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ক্রিকেট ও ভলিবল প্রতিযোগিতা হবে। থাকছে বক্স আর্টিস্টদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৩২টি পার্ক ভদ্রেশ্বর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৈরি হবে। এরমধ্যে বেশির ভাগ পার্কের কাজ শেষের পথে। পুরসভার অলিগলিগুলিতে ঢালাই রাস্তায় এলইডি আলো লাগানোয় ঝাঁ চকচকে শহর হয়েছে।

এরই সাথে সবুজায়নের জন্য প্রচুর গাছ বসানো হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ গোস্বামী। এছাড়া কাউন্সিলাররা ও পুরকর্মচারীরা এঁদের মধ্যে স্বপন নাথ (বড়বাবু), শংকর দাস, মলয় ভট্টাচার্য, দীপক প্রসাদ, অর্জুন গোস্বামী প্রমুখরা। প্রসঙ্গত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সম্ভবত ২০০২ সালে সারা রাজ্যের পুরসভা গুলির মধ্যে ভদ্রেশ্বর পুরসভা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনাতে তৃতীয় স্থান হয়। ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রয়াত পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়ের আমল থেকেই সৌন্দর্য্যায়ন শুরু হয়েছে। সেই ধারা বর্তমান পুর প্রধান প্রলয় চক্রবর্তী আরও উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলিকে নবরূপে সজ্জিত করছেন। ইতিমধ্যেই ভদ্রেশ্বর পুরসভা আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। তার সঙ্গে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আটকাতে পুরনো নেতা–কর্মীদের গুরুত্ব তৃণমূলে

অরিন্দম রায়চৌধুরী : রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রেক্ষিতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায়, দলীয় সমস্ত পুরনো নেতা–কর্মীদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর সেই ঘোষণাকে গুরুত্ব ও সম্মান জানিয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনায় গত পর্বের প্রায় সমস্ত বিজয়ী প্রার্থীদের, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টিকিট দেওয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে। এই মর্মে ৩ এপ্রিল মধ্যমগ্রামে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জেলা পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ, দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মণ্ডল, বসিরহাট (উত্তর)–এর বিধায়ক দিব্যেন্দু বিশ্বাস, মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ প্রমুখ। উল্লেখ্য রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে বিজেপি প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে জায়গা দখল করেছে। সেই শক্তিকে দুর্বল করা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই নেত্রীর এহেন নির্দেশ বলে তৃণমূলের একাংশের অভিমত। সূত্রের খবর গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদার দুলাল বরের সঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা নেতৃত্বের মত বিরোধ তৈরি হয়। ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই বিধানসভায় তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক দুলাল বরকে গত বিধানসভায় দলের তরফে টিকিট দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই এলাকায় তার জনসমর্থন ছিল প্রশ্নাতীত। এ কারণে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেব দাঁড়িয়ে দুলাল বর জয়ী হন। নেত্রীর নির্দেশে তাঁকেও এক ছাতার তলায় আনতে দল উদ্যোগী হয় বলে সংশ্লিষ্ট মহলের খবর। প্রসঙ্গত, ৩ এপ্রিল দুলাল বর পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন। এদিন তৃণমূল ভবনে এসে তিনি আবার ঘাসফুলে যোগ দেন। ফলে সীমান্তবর্তী এই এলাকায় পুরনো তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা পুনরুজ্জীবিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি।

গড়িয়ায় রাতে অটো চালকদের ব্ল্যাকমেলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়ায় রাত ৯টা বাজলেই শুরু হয় অটোচালকদের দাদাগিরি। যাত্রীদের হেনস্থা করা হয় নানাভাবে। এছাড়া সব সময়ে চলছে কাটা রুট। বেশ কিছু বারুইপুর লেখা অটো বারুইপুর না গিয়ে কাছাকাছি কামাল গাজী, মহামায়াতলা বা হিন্দুস্থান যাচ্ছে। ঠিক একই রকম ভাবে চলছে সোনারপুর লেখা গাড়ি। অর্থাৎ ছোট রুট, বেশি রোজগার।এই বারুইপুর ও সোনারপুর লেখা খুব কম সংখ্যক অটো চলছে শেষ অটো স্ট্যান্ড পর্যন্ত। এছাড়া রাতে অটো চালকরা যাত্রীদের ব্ল্যাকমেলিং করছে। যেমন ১২ টাকা ভাড়ার পরিবর্তে ২০ টাকা নিচ্ছে রোজ। এই নিয়ে ছবি তুলতে গেলে এক অটো চালক বলে দাদা ছবি তুলছেন কেন ?

নম্বর লিখতে গেলে বলে দাদা নম্বর নিচ্ছেন কেন? অনেক সময় অটো দাদারা বলে নম্বর নিয়ে যা করার করুন। গড়িয়া ব্রিজের উপর থেকে যাত্রীরা অটোতে উঠতে গেলেই অটোচালকের প্রশ্ন কোথায় যাবেন? যাত্রী – বারুইপুর , চালক –না। এ গাড়ি বারুইপুর যাবে না। কিন্তু কেন? যাবেন না ? যাত্রী – গাড়িতে তো বারুইপুর লেখা আছে। লেখা থাক বারুইপুর যাবো না। এভাবেই চলছে রোজকার দাদাগিরি। সোনারপুর লেখা গাড়িতে ঠিক একই অবস্থা। সারাদিন ধরে চলছে কাটা রুট আর বেশি ভাড়া দিয়ে যেতে হচ্ছে গন্তব্যস্থলে। কারণ রাত হয়ে গেলে অটো পাওয়া যাবে না। বাড়ি ফেরার ভয়ে শুনতে হচ্ছে অটোচালকদের হুঙ্কার। এক অটো চালক বলে আমরা কোনো নেতা বা ইউনিয়নের নেতাকে মানি না। আমরা যা বলবো সেটাই চলবে। চালকের দু পাশে কোনও রকমে গাদাগাদি করে ৩ জন যাত্রী নেওয়া হচ্ছে আর পিছনে ৩ জন যাত্রী। অটোচালককে নিয়ে ৭জন।এভাবে যাত্রী নিয়ে চলছে এই ৩ চাকার অটো। দুর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে। কিন্তু মোটর ভেইকেল অ্যাক্ট আইন আছে ৪ জন করে যাত্রী নিতে হবে। কিন্তু কে কার আইন মানে ? কারণ নেতায় নেতায় ছড়াছড়ি। কোনো অটো চালক যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা অসভ্যতামি করলে কোনো নেতাকে রাতে ফোন করলে তার গলা জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে– যা বলবার কাল সকালে বলবেন, এখন আমি মিটিং– এ ব্যস্ত আছি। রাতে গড়িয়ায় অটো পেতে এই রকম ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অটো পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে যাত্রীদের। প্রশাসন নিশ্চুপ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ৭ এপ্রিল– ১৩ এপ্রিল, ২০১৮

রাজ্যে শুরু পঞ্চায়েত পাঁচালি

পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে লড়াই যে মূলত দুটি ফুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে চলেছে তার আন্দাজ মিলছিল বিগত কয়েকটি উপনির্বাচনের ফল থেকেই। সিপিএম ও কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দ্রুত দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে একসময় দূরবিন দিয়ে দেখা হত যে দলকে সেই বিজেপি। বলাবাহুল্য, প্রথম স্থানে এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করে চলেছে তৃণমূল। অর্থাৎ দুটি ফুল ঘাসফুল ও পদ্মফুলের মধ্যে এই রাজ্যে দ্বৈরথ চলছে এই মুহূর্তে। তাও যুযুধান প্রতিপক্ষ বলার সময় আসেনি এখনও, কারণ পদ্মফুলের থেকে সাংগঠনিক ও ক্ষমতা দুইয়ের বিচারেই অনেকটা এগিয়ে ঘাসফুল তথা তৃণমূল। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে বিশেষভাবে যে, ২০০৮–এর পঞ্চায়েত ভোটের অব্যবহিত পর থেকেই রাজ্যে ক্ষমতার একচেটিয়া আধিপত্য হারাতে শুরু করে প্রবল শক্তিশালী বামফ্রন্ট। সেটা সম্ভব হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো দুটি জেলা পরিষদ বিরোধী তৃণমূলের কবজায় চলে যাওয়ায়। কারণ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রাজ্যে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক অবস্থান জানার প্রকৃষ্ট উপায় হল পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল। এই ফল জানান দেয় বিরোধীরা কতটা এগোল বা শাসক তার ক্ষমতা কতটা ধরে রাখতে সক্ষম হল। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, পঞ্চায়েত ভোট তো রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। সেখানে শাসক দলের মারকুটে বাহিনীর দাপটে আদৌ কি প্রকৃত ফলের মূল্যায়ণ সম্ভব। এর উত্তরে যে যুক্তিটা তুলে ধরা হয় তা হল শাসকের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সুযোগসুবিধার সঙ্গে এঁটে উঠতে বিরোধীরা কতটা দক্ষ তার নির্ণয় এর মাধ্যমেই হয়। সেজন্যই তো বামেদের জাঁদরেল সংগঠনকে উপেক্ষা করেও ২০০৮–এর পঞ্চায়েত ভোটে দু–দুটি জেলা পরিষদ দখল করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন দিশা খুঁজে পায় তৃণমূল। যে রাস্তা ধরে এখন ক্ষমতার অলিন্দে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তা বিজেপিই বা কম কিসে। একের পর এক নির্বাচন তো প্রমাণ করছে তাদের ভোট বাড়ছে। শাসক তৃণমূলের ভোট বাড়ার পাশাপাশি নিজেদের ভিত মজবুত করছে বিজেপিও। ফলে আগামী দিনে লড়াই যে সমানে সমানে হবে না তো এখন বলা যায় না। সময়ের জল যত গড়াবে ততই স্পষ্ট হবে এই ব্যাপারটা। ঘোর বাম জমানায় অনেকেই বলতেন বিরোধীদের নাকি এখানে কোনও আশা নেই। তাও একটু একটু করে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভোটের ঝুলি ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছে ঘাসফুল ব্রিগেড। ঠিক তেমনই এখন যারা বিজেপি কোনও সমস্যাই নয় বলে মনে করছেন তাঁদের জন্য এটুকুই বলা যেতে পারে, সাধু সাবধান। এই মুহূর্তে পদ্মফুল বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হবে অন্ততপক্ষে ১–২ টি জেলা পরিষদ (না জুটলে কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি) দখল করা। এভাবেই রাজ্য জয়ের পথ ধীরে ধীরে তৈরি করা। বলা ভালো রাজ্য জয়ের অঙ্কুরোদগমের কাজটা এখন থেকে সেরে ফেলাই লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজেপি নেতৃত্বের। তবে গিয়েই মিলবে চূড়ান্ত সাফল্য।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

যুবক ভাবিলেন, 'হায় ভগবান, রক্ষা কর! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে। এ তো দেখিতেছি একটা পিশাচের অবতার!' ইতোমধ্যে ওই লোকটি চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'স্বামিন্! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন? আমার বেচা–কেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া একটু বসুন।' সন্ন্যাসী ভাবিলেন, 'এখানে আমার কি হইবে?' যাহা হউক, তিনি উপবেশন করিলেন। ব্যাধ নিজ কার্য করিতে লাগিল। কাজ শেষ হইলে পর সে টাকাকড়ি সব উপনীত হইলে ব্যাধ তাঁহাকে একটি আসন দিয়া বলিল, 'একটু অপেক্ষা করুন।' তারপর বাটীর ভিতরে গিয়া তাহার পিতামাতার হাত–পা ধোয়াইয়া দিল, তাঁহাদিগকে খাওয়াইল, সর্বপ্রকারে তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিল। তারপর সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া একটি আসনে উপবেশন করিয়া

বলিল, আপনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন বলুন–আমি আপনার কি করিতে পারি?' তখন সন্ন্যাসী তাহাকে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, মহাভারত গ্রন্থের অংশরূপে তাহা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদান্ত–দর্শনের চরম সীমা। তোমরা ভগবদ্গীতার নাম শুনিয়াছ, উহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করিয়া তোমাদের এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। ইহা বেদান্ত –দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।

ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন করিয়া এরূপ কুৎসিত কর্ম করিতেছেন কেন?' তখন ব্যাধ উত্তর করিল, 'বৎস, কোনও কর্মই অসৎ নয়, কোনও কর্মই অপবিত্র নয়। এই কার্য আমার জন্মগত, ইহা আমার প্রাবন্ধলব্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা করি। অনাসক্তভাবে আমি আমার কর্তব্যগুলি ভালভাবে করিবার চেষ্টা করি।

ফেসবুক বার্তা

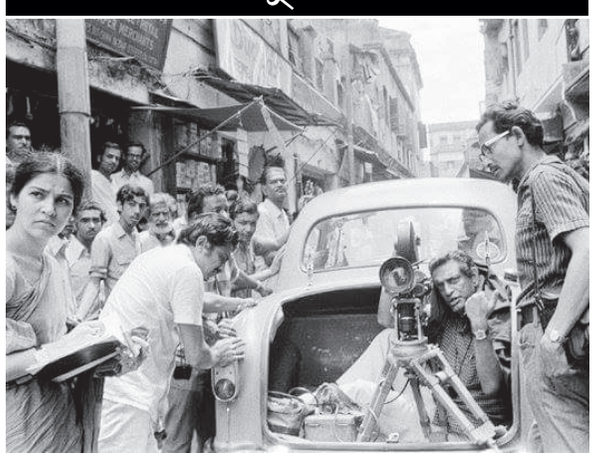

কোনও এক ছবির শ্যুটিংয়ে কলকাতার রাস্তায় সত্যজিৎ রায়।

সাম্প্রদায় তোষণ রাজনীতির অমোঘ পরিণাম

বঙ্গ সংস্কৃতির গঙ্গা যাত্রা সম্পূর্ণ

নির্মল গোস্বামী

তৃণমূল নেত্রী বাঘের পিঠে সওয়ার যে হয়েছেন তা হালফিল বঙ্গের মানুষজন টের পাচ্ছে। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি সংস্কৃতি বিপথগামী। কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকর্মী, সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের উদ্বিগ্ন। কংগ্রেস–সিপিএম যারা এ রাজ্যে ক্ষীয়মান শক্তি তারাও এই ধর্ম রাজনীতির কুফল সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিচ্ছেন। বামেরা আবার পথে নেমে মিছিল পর্যন্ত সংগঠিত করছে। কিন্তু ধর্ম রাজনীতি থেকে শাসক এবং এ রাজ্যের উঠতি মূল বিরোধী বিজেপি পিছু হটতে নারাজ। কেন এমন ঘটল অনেকেই বোধহয় ভেবে আকুল। যুৎসই উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। রামনবমী আর হনুমান জয়ন্তীর ধাক্কায় বাংলার প্রশাসন টাল সামলাতে পারছে না। রাজনীতি যেন লণ্ডভণ্ড অবস্থা। শাসক বিরোধীদের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার কর্মসূচিতে সাধারণ জনজীবন থমকে দাঁড়িয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। প্রায় একক প্রচেষ্টায় বামপন্থা নামের বাংলার বুকে চেপে থাকা জগদ্দল পাথরটাকে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকাটা খুবই জরুরি। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অনেক সময় পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের ছাত্ররা জানে যে মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল ঔরঙ্গজেবের সময়। আবার মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অনেক কারণের মধ্যে একটা অন্যতম কারণ ছিল সাম্রাজ্যের আয়তনের বিশালতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় জননেত্রী। তাঁর জন সমর্থনে কোনও খাদ নেই। দলে তাঁর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ নেই। আবার তিনি এও জানেন যে এতো মানুষ তার দলে যে ভিড় করেছে তার কেউ কিন্তু কোনও আদর্শকে ভালোবেসে ভিড় জমায়নি। একদল লোক বাম শাসনে অত্যাচারিত হয়েছে। একদল লোক হয় তো বাম রাজেত্বে যোগ্য সম্মান না পেয়ে বিরোধী হয়েছে। একদল রাজনীতির কর্মী যারা দীর্ঘকাল

ক্ষমতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাতার তলায় একত্রিত হয়েছিল। আবার বামদলের বিতাড়িত কিছু নেতাকর্মী এবং সুযোগ সন্ধানী কিছু মানুষ শেষ সময়ে বাম আনুগত্য ত্যাগ করে কিছু পাওয়ার আশায় তৃণমূলে ভিড় করেছিল। এই যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া মানুষজন এদের কর্তৃত্বের স্বাদ না দিতে পারলে তারা যে জয়ধ্বনি দেবে না তা তিনি জানতেন। আর এটাও জানতেন যে যতদিন বাম ক্ষমতায় থাকবে ততদিন শুধু বাম বিরোধিতা করেই রাজনীতির বাজিমাৎ হবে কিন্তু তার পর কী হবে। কিছু সরকারি বদান্যতার ছিঁটে ফোঁটা দিয়ে কতদিন জনসমর্থন ধরে রাখা যাবে? তাই তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটকে নিশ্চিত করতে আসরে নামলেন। প্রথমে একটু আবডাল ছিল। কিন্তু একটা সময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তিনি ৩০ শতাংশকে তোষণ করবেন। সম্ভবত এটা ভারতে এমন ঘটনা যে কোনও মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে সংখ্যালঘুদের তোষণ করার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন যে সবকিছু ম্যানেজ করে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে। আছে যে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু রাজনীতির দর্শনের পাঠ ভালোভাবে জানা না থাকার কারণে অনেক প্রমাদ হয়। রাজনীতি এক একটা দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আবার রাজনীতির একটা দর্শন আছে। তা হলে এই যে আমাদের সমাজের মূল চালিকা শক্তি হল অর্থনীতি। অর্থনীতিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে রাজনীতি। আবার রাজনীতিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সমাজ–সংস্কার ও সংস্কৃতি। রাজনীতি ভিত আর সংস্কৃতি হল তার উপরি কাঠামো বা সুপার স্ট্রাকচার। পশ্চিমবঙ্গে বাম আন্দোলনের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার জন্য সংস্কৃতি ছিল ধর্মমুক্ত। যেহেতু মূল স্রোতের রাজনীতি বাম। তাই সংস্কৃতিতে তার ছাপ ছিল সর্বত্র। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে সংখ্যালঘুরা কিন্তু তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে আবদ্ধ ছিল। তৃণমূল নেত্রীর সংখ্যালঘু রাজনীতির প্রভাব বাংলার সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগল। বিজেপি চিরদিনই তত্ত্বগত ভাবে সদর্থক ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চা করে। তারা মন্দিরে পুজো দিয়ে আবার লোক দেখানোর জন্য নমাজ পড়তে বসে পড়ে না। বিজেপি সহ সমস্ত শাখা সংগঠনের কাছে মমতার সংখ্যালঘু তোষণ আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। তারা হিন্দু সমাজকে ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠিত করতে আসরে নামল এবং ফল পেল হাতে নাতে। রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মকে হাতিয়ার করার সংস্কৃতি চালু হল বঙ্গে। সরকারি দলের হাতে ক্ষমতা আছে তারা এক শ্রেণিকে খুশি করার জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে বশে রাখতে পারে। কিন্তু বিরোধী বিজেপির সে সুযোগ নেই। তাই তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের স্বাভিমান খুঁচিয়ে তুলে একত্রিত করতে চাইল। মানুষের সব থেকে স্থায়ী পরিচয় হল ধর্ম। ধর্মের কছে সব বাধা সহজে মুছে যায়। তাই হিন্দু জাগরণ ঘটাতে ধর্ম হয়ে উঠল হাতিয়ার । ধর্মের কাছে সব বাধা সহজে মুছে যায়। তাই ধর্ম ভিত্তিক হিন্দু জাগরণ করতে তারা একটা সুযোগ পেল। যখন শাসক দল প্রকাশ্যে ঘোষণা করল তোষণের কথা। এবং প্রশাসনের সর্বত্র তার চিহ্ন ফুটে উঠল। বিভিন্ন ঘটনায় বঙ্গবাসী দেখল যে প্রশাসন কত অসহায়। ওসি'র হাত উড়ে গেল, তবু কাঁদুনে গ্যাস বা গুলি চলল না। এর আগে বসিরহাটে প্রশাসনকে ঘিরে রেখেছিল একটি গোষ্ঠীর জনগণ। কালিয়াচকে থানা জ্বালিয়ে এসপি–র জিপ পুড়িয়ে দিল সেখানেও অসহায় প্রশাসন। সরিষায় বিদ্যুতের হুকিং করতে গেলে মেরে তাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অফিস ঘেরাও করে তাণ্ডব চললেও প্রশাসন নিরুপায়। এই যে প্রশাসনিক অসহায়তা এতেই হিন্দুদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আরএসএস বা হিন্দু সংগঠনের লোকেরা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের বোঝাতে পেরেছে যে তোমাদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ প্রশাসন অপারগ। তাই তোমাদের সংগঠিত হতে হবে। নিজেদের রক্ষা করার শক্তি নিজেদের অর্জন করতে হবে। আর কিশোর যুবরা সহজেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে সংখ্যালঘুরা সেখানে কোথাও কোথাও দুর্গা পুজো পর্যন্ত করতে দেয় না। তাই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা সহজে বিজেপি ও আরএসএস দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। রামনবমীর অস্ত্র মিছিল সেই সংগঠিত শক্তির প্রদর্শন। অন্য সম্প্রদায়কে ভয় দেখাতে নয়, হিন্দুদের মনে আস্থা জাগাতে। গত বছর রাম নবমীর মিছিলের পর আমার এলাকার অনেক দোকানদার ডেকে ডেকে উদ্যোক্তাদের বলেছে যে আমাদের থেকে চাঁদা নিয়ে যাবে। মিছিলে কোনও রুচি সংস্কৃতির ছাপ নেই। নেই কোনও ধর্মের সুগন্ধ, তারস্বরে মাইক বাজিয়ে নাচ, এতো নিম্ন শ্রেণির কালচার তবুও রাস্তার ধরে জনতা দাঁড়িয়ে দেখতে চেয়েছে কত লোক হয়েছে! কেন এই আগ্রহ? রামরাজত্বে এই আগ্রহ ছিল না। আরএসএস তো এতো সংগঠন করতে পারেনি? কারণ হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলেন যে এই সব ধর্মীয় মিছিলে তার দলের ভোটারও শামিল হচ্ছেন। তাদের বিজেপি'র ছত্রছায়া থেকে বের করে আনতে তিনিও ধর্মীয় কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। রামনবমীর মিছিল এবং হনুমান জয়ন্তী পালনের কথা বললেন। তিনি এটা দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে তৃণমূল হিন্দুদের সঙ্গেও আছে। মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করল না। উপরন্তু হিন্দুদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি হল। তৃণমূলের রাম নবমী বনাম বিজেপির রামনবমী। দ্বন্দ্ব–সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হল। কতটা ঠেলায় পড়লে একটা দলকে রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, বিবেকমেলা করার পরও রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী পালনের ডাক দিতে হয় বাংলার বুকে তা সহজে অনুমেয়। নেত্রী বুঝতে পেরেছেন যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এখন বুমেরাং হয়েছে। বিবেকানন্দ, বরীন্দ্রনাথ নজরুলের বাংলা এখন বানর সেনাদের দখলে চলে যাচ্ছে। ফিরে আসা বা ফিরিয়ে আনা কোনটাই সহজ নয়।

পাঠকের কলমে

বিপদের আশঙ্কা

মাননীয় সম্পাদক, মহাশয়, রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময়ে পদে পদে বিপদ। রাস্তা কেটে জলের লাইন, নিকাশি বা বিদ্যুৎ সারাইয়ের পর বহু দিন কেটে যাচ্ছে কিন্তু পুনরায় পিচ বা সিমেন্ট করে সেটিকে মেরামত করা হচ্ছে না। তার ফলে খানা খন্দ রয়ে যাচ্ছে। আবার অন্যদিকে এই সব কাজের পর বারবার পিচ ঢালার ফলে ম্যানহোল বসানো জায়গা গর্তের রূপ নিচ্ছে। কারণ বার বার পিচের ফলে রাস্তা উঁচু হয়ে যাচ্ছে আর ম্যানহোল নিচু হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি বা বাইক চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে। সামনে গাড়ি থাকলে সেই গর্ত দেখা যাচ্ছে না অগত্যা পিছনের বাইক সেই গর্তে পড়ছে। গর্ত কাটাতে গেলে পিছনের গাড়ি সামনের গাড়িকে ধাক্কা দেওয়ার সম্ভাবনা তাই সেই গর্ত কেউ এড়াতে পারছে না। তার ফলে গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে বিস্তর। রাজ্যে 'সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ' স্লোগান ভর্তি কিন্তু এতে কতটা বাইক এবং গাড়ি আরোহীরা তা মানতে পারছে তা জানা নেই। প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ দ্রুত এই সমস্যার নিষ্পত্তি করার। যাতে বিপদ এড়ানো যায়।

ইতি, পুলক দাস
দক্ষিণ কলকাতা

সিগন্যাল চিহ্নতে বিড়ম্বনা

সম্পাদক, মহাশয়, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে 'ইউ' টার্ন নেওয়া যায় না। কিন্তু তার চিহ্ন দেওয়া থাকে। তবে ইদানিং দেখা যাচ্ছে সেই চিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও সেখান দিয়ে 'ইউ' টার্ন নিলে পুলিশ ধরছে গাড়ি বা কোনও কোনও জায়গায় হয়তো চিহ্ন রয়েছে কিন্তু চোখে পড়ে না এমন জায়গায় তাতে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হচ্ছে চালকের এবং আরোহীর। ট্রাফিক এবং প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ যেন চিহ্ন দৃশ্যমান হয় যাতে কিনা পুলিশ এবং আরোহীর সৎসম্পর্ক বজায় থাকে।

ইতি টুম্পা দে
দেশপ্রিয় পার্ক।

প্লাস্টিক যুগকে ক্ষমা করবে না পরবর্তী প্রজন্ম

এই পৃথিবী ও তার সমস্ত জীবকুল একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, পাহাড় ও মেরুর বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, মরুভূমি এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে, বৃষ্টি কমে আসছে, মোট কথায় এই পৃথিবী, আমাদের একমাত্র বাসস্থান দিন দিন বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। শুধু মানুষ নয় ক্রমশ অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষেও এই গ্রহে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে? অনেক প্রাণী তো অবলুপ্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই প্রেক্ষিতে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে আমাদের এই বিশেষ ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

অভিষেক ঘটক

আমরা কখনো ভেবে দেখেছি কী? আজ থেকে ১০০০ বছর পরের মানুষ আমাদের সময়কে কী ভাবে চিনবে? ইতিহাসের প্রস্তর যুগ বা ধাতুর যুগের কথা আমরা জানি, যখন মানুষ প্রথম পাথর বা ধাতুর ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল।

এই যুগে আমাদের আবিষ্কার প্লাস্টিক। দোকান বাজারে গেলে প্লাস্টিক, খাবারের মোড়কে প্লাস্টিক, সব্জি আনতে প্লাস্টিক, ওষুধের পাতায় প্লাস্টিক, বাচ্চাদের খেলনা প্লাস্টিকের, বাড়িতে প্লাস্টিক, গাড়িতে প্লাস্টিক, অফিসে প্লাস্টিক, স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে প্লাস্টিক। স্থল, জল, অন্তরীক্ষ সর্বত্র প্লাস্টিক। হ্যাঁ, এটা প্লাস্টিক যুগ। আজ থেকে হাজার বছর পরে কেউ আমাদের সময়কে শনাক্ত করবে প্লাস্টিকের যুগ হিসাবে। কারণ সেদিন পৃথিবী থেকে মানুষের বানানো আর সব কিছু নষ্ট হয়ে গেলেও প্লাস্টিক নষ্ট হবে না। একটা প্লাস্টিক ব্যাগ মাটিতে মিশতে ১০০০ বছর সময় লাগে। আর জলে মিশতে ৪৫০ বছর সময় লাগে।

প্লাস্টিকের অনেক ব্যবহার। সারা বছরে ব্যবহার হওয়া এতো প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে মাত্র ১% পুনঃব্যবহার করা যায়। বাকী ৯৯% আমাদের আশেপাশে জমা হয় আবর্জনা হিসাবে। একটা এমন আবর্জনা যা শতাব্দী ধরে থাকবে।এক বছরে সারা বিশ্ব জুড়ে ১ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক ব্যাগ উৎপাদন আর ব্যবহার হয়। পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে ১ মিলিয়ন প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার হয়। তার মানে বছরে ৭৫ হাজার কোটি প্লাস্টিক ব্যাগ। এই গ্রহের একটা মানুষ বছরে গড়ে ৩৫০ টা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করে। শুধু মাত্র আমেরিকাতেই বছরে ১০০ বিলিওন প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার হয়। ইউএসের একটা বাড়িতে বছরে ১৫০০ টা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার হয়।

প্লাস্টিক ব্যাগের প্রধান উপাদান পলিইথিলিন, যা তৈরি হয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রলিয়াম থেকে। বড় মাপের ১৪টা পলি ব্যাগ বানাতে যত পেট্রল লাগে তা দিয়ে একটা গাড়ি ১ মাইল চলতে পারে। শুধু মাত্র ইউএসের ১ বছরের প্লাস্টিক ব্যাগের চাহিদা মেটাতে ১২ মিলিয়ন ব্যারল পেট্রল লাগে। সারা বিশ্বেরটা ভাবুন।দক্ষিণ আফ্রিকায় প্লাস্টিক ব্যাগকে জাতীয় ফুল বলা হয়। কারণ, এখানে গাছে, ঝোপেঝাড়ে উড়ন্ত প্লাস্টিক ব্যাগ এমন ভাবে আটকে থাকে যে দেখলে গাছে ফুল ফুটে আছে বলে মনে হয়।

আমাদের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক ব্যাগে সমুদ্র ছেয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন প্রতি বর্গ মাইল সমুদ্রে গড়ে ৪৬,০০০ টা ভাসমান প্লাস্টিক ব্যাগ আছে। সমুদ্রে ভাসমান প্লাস্টিক ব্যাগে জড়িয়ে দম আটকে মারা যাচ্ছে অনেক প্রাণী। অনেক সামুদ্রিক প্রাণী ভাসমান ব্যাগকে জেলি ফিশ ভেবে খেয়ে ফেলছে এবং মারা যাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে শুধু মাত্র উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতি বছর ১,০০,০০০ সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে প্লাস্টিক দূষণের কারণে। ... শুধু মাত্র উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে!!! স্থলের প্রাণীরাও প্লাস্টিক খেয়ে মারা যাচ্ছে। প্লাস্টিক তাদের হজম তন্ত্রে থেকে যাওয়ার

দরুণ তাদের খিদে পাচ্ছে না, তারা খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে এবং অনাহারে মারা যাচ্ছে।

প্লাস্টিক ব্যাগে নালাগুলোর মুখ আটকে শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা নষ্ট হচ্ছে। মাটিতে মিশে থাকা প্লাস্টিক ব্যাগের জন্য মাটিতে বৃষ্টির জল ঢুকতে পারছে না, ফলে মাটির নীচের জলস্তর বাড়তে পারছে না। ফলত পানীয় বা চাষের জলের অভাব হচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়... আমেরিকার কঞ্জিউমার প্রোডাক্ট স্টোর কমিশন দেখেছে যে প্রতিবছর গড়ে ২৫জন শিশু প্লাস্টিকব্যাগে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। এদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ১২ মাসের কম।

প্লাস্টিকের সবথেকে খারাপ দিক হল প্রতিদিনের গৃহস্থালির জঞ্জাল। খাবার–দাবার, শাকসবজির খোসা, এসবের সঙ্গে থাকছে নিত্যদিনকার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের জিনিস, রবারের টায়ার, কাঁচ, নষ্ট হওয়া ওষুধ, কেমিক্যাল, নষ্ট হওয়া ইলেকট্রনিক যন্ত্র, না জানি আরও কত কিছু। এভাবে পচনশীল ও অপচনশীল জিনিস মিশে যাচ্ছে, ফলত পুরো আবর্জনাগুলো পুরোপুরি পচতে বা মিশতে পারছেনা। এভাবে দিন দিন আবর্জনার পাহাড় তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশের যে কোন ব। শহরের আশেপাশে এরকম একাধিক আবর্জনার স্তূপ দেখা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারি নথি অনুসারে এক দিনে আমাদের দেশের শহর অঞ্চল গুলোতে এক লক্ষ ষাট হাজার মেট্রিকটন আবর্জনা তৈরি হয়। এভাবে আমাদের দেশে হাজার একরেরও বেশি জমি আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে, যেখানে ৮০ থেকে ১০০ ফুট বা তারও বেশি উঁচু জঞ্জালের পাহাড় তৈরি হয়েছে। এই আবর্জনার স্তূপ আঞ্চলিক মানুষ ও পশুপাখির ওপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলছে। জঞ্জাল পচে দুষিত গ্যাস তৈরি হচ্ছে, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস থেকে জঞ্জালে আগুন লেগে অনবরত ধোঁয়ায় দূষণ ছড়াচ্ছে। তাছাড়া এই জঞ্জাল পচে একধরনের বিষাক্ত তরল তৈরি হচ্ছে, যাকে বলে লিচেট'। এই লিচেট মাটিতে মিশছে, যা আশপাশের জল ও জমিতে ভয়ঙ্কর দূষণ ছড়াচ্ছে।

আরেকটা আবর্জনা হল ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বর্জ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বর্জ্য নিয়ে কাজ করছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ব্যান (বেসেল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক)। তাদের সমীক্ষা অনুসারে বিশ্বে ৫০০ মিলিয়ন কম্পিউটারে ২.৮৭ বিলিয়ন কেজি প্লাস্টিক, ৭১৬.৭ কেজি সীসা, ২,৮৬,৭০০ কেজি পারদ, এছাড়া ক্লোরিন, ক্যাডমিয়াম ও ব্রোমিন আছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বর্জ্য থেকে এসব ক্ষতিকারক পদার্থ সরাসরি প্রকৃতিতে এসে মেশে। এমনকি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বর্জ্য গুলোকে পুনঃব্যবহার যোগ্য করার সময় ও পরিবেশে এ দূষণ ছড়িয়ে পড়ে।

এই দূষণ থেকে সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, ক্লান্তি, অবসাদ, মাথাব্যথা, অকালবার্ধক্য, বন্ধ্যাত্ব ও পুরুষত্বহীনতা, মশা–বাহিত রোগ ও মহিলাদের রোগ নিদারুণ ভাবে দেখা দিচ্ছে। বয়স্ক বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এই দূষণের কুপ্রভাব বেশি করে পড়ছে। ক্ষতি যে শুধু মানুষের হচ্ছে তাই না, পশুপাখি, গাছপালা সহ সমস্ত জীবকুল এই মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে।

আগুন, চাকা বা ধাতুর আবিষ্কার করে আমাদের পূর্বপুরুষরা এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। আজ আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। প্লাস্টিকের আবিষ্কার ও ব্যবহারের জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে তো? মানব জাতির ইতিহাসে আর কোন কালে মানুষের দ্বারা এই পৃথিবীর সমস্ত জীবকুলের এতো ক্ষতি হয়নি। যদি আমাদের সভ্যতার বুনিয়াদ হয় স্বার্থপরের মত নিজের ভালো থাকা, নিজের সুখ ও ভালো থাকার মোহে অন্ধ হয়ে থাকা, আর বিজ্ঞানকে নিজের ভোগের দাস করে রাখা তাহলে এরকম আবর্জনার পাহাড়ের মধ্যে আমাদের বাস করতে হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু আমরা যদি একটা সুন্দর দূষণমুক্ত পৃথিবীর কথা ভাবি, আর সেখানে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার কথা ভাবি, তাহলে আমাদের ভাবার সময় এসেছে। আচরণ পরিবর্তন করার সময় এসেছে।

বীরভূম

ছুরিকাহত বিজেপির সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছুরিকাহত হয়ে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিজেপি বীরভূম জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল। মঙ্গলবার সকালে সিউড়িতে জেলাশাসক দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিজেপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ধরে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। প্রহৃত হয় বিজেপি জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। মারধর করার সময় সেরু শেখ নামে তৃণমূলের এক দুস্কৃতী পিছন থেকে কালোসোনা মন্ডলের কোমরে ছুরি চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। প্রথমে পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জখম কালোসোনা মন্ডল।

রামপুরহাটে বিমান বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৫ মার্চ বীরভূম জেলার গ্রাম শহরসহ বিভিন্নপ্রান্তে রামনবমী পালন নিয়ে টেক্কা দেওয়ার লড়াই তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। তার আগেরদিন শনিবার ২৪শে মার্চ সকালে রামপুরহাট শহরে সম্প্রীতির মিছিলে হাঁটলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা সঞ্জীব বর্মন,রামচন্দ্র ডোম,ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায়,দীপক চট্টোপাধ্যায়,কামাল হাসান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মিছিল জনপ্লাবনে পরিণত হয়। বিকেলে নলহাটিতে কমরেড সুহাস সরকারের স্মরণসভায় যোগ দেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। পঞ্চায়েত ভোটের আগে ২৪শে মার্চ শনিবার রামপুরহাটে বামফ্রন্টের জনপ্লাবন মিছিল দেখে উজ্জবিত জেলানেতৃত্ব। যা আগামী পঞ্চায়েত ভোটে বীরভূম বামফ্রন্টকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে মত রাজনৈতিক মহলের।

হাত উড়ল তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উওপ্ত হয়ে উঠলো বীরভূম জেলার দরবারপুর গ্রাম। ২৯শে মার্চ দুপুরে দরবারপুর ঢোকার মুখে একটি মোটর সাইকেলের উপর বোমা ছোড়ে দুস্কৃতীরা। বাম হাত উড়ে যায় মীরবাঁধ বুথ কমিটির তৃণমূল সভাপতি আব্দুল আহাদ শেখ ওরফে আহাদুর শেখের। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপর জখম শেখ হামজাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বালিঘাট নিয়ে আহাদুর শেখ ও সোয়েব শেখের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিলো। বোলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামে টহল দিচ্ছে।z

তৃণমূলের মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাইকে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে সোমবার রামপুরহাট থেকে বাড়ী ফেরার পথে তৃনমূলের হাতে প্রহৃত হয় নারায়নপুরের তৃনমূল নেতা নীতিশ চন্দ্রের ভাইপো ভাস্কর চন্দ্র। ভাস্কর রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সাইকেলে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে যাওয়ার সময় রামপুরহাটে তৃণমূলের হাতে প্রহৃত হয় পুরসভাকর্মী জিতেন প্রসাদ।

শয্যাশায়ীকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ মার্চ রাত্রে বেলিয়াবাড়ি গ্রামে বারান্দায় শুয়ে থাকার সময় দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী যুবক নিখিল লেটের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের পরিবার নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে আটকে রাখে বলে অভিযোগ। রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত নিখিল লেট পলাতক।

ব্যাহত জল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জল সরবরাহের জন্য নির্দিষ্ট মোটর কেবল তার কেটে নিয়েছে দুস্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে। ফলে বন্ধ পদমপুরের কুশকনী নদী থেকে রাজনগর সহ বিস্তীর্ন এলাকার পানীয় জল সরবরাহ। প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা রবিবার সরকারি জল সরবরাহ দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

অমানবিকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ মার্চ ভোর পাচঁটা নাগাদ আঙুর বোঝাই সিউড়িগামী একটি ম্যাটাডোর ভ্যান উল্টে যায় পানুড়িয়ার কাছে। আহত চালক ও খালাসিকে উদ্ধার না করে গ্রামবাসীরা আঙুর লুঠ করে। সদাইপুর থানার পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে সিউড়ি হাসপাতালে পাঠায়।

গ্রেপ্তার ভুয়ো কন্ডাক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩১ মার্চ শনিবার সকালে দূর্গাপুর থেকে বহরমপুরগামী দক্ষিনবঙ্গ পরিবহন নিগমের সরকারি বাস থেকে সিউড়ি সরকারি বাস ডিপোতে এক ভুয়ো কন্ডাক্টারকে গ্রেপ্তার করলো সিউড়ি থানার পুলিশ। টিকিট ছাপিয়ে সরকারি বাসের যাত্রীদের থেকে টাকা তুলতো ওই ভুয়ো কন্ডাক্টার।

জমিদখলে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জমিদখলকে কেন্দ্র করে ২০ই মার্চ সকালে দু পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ উঠলো দীঘলগ্রামে। ৬০নং জাতীয় সড়কে চলে বোমাবাজি। আহত হয় দুইজন। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে যায় মহম্মদবাজার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।

রক্তাক্ত রামপুরহাট

প্রথম পাতার পর

বুধিগ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রাথী জিয়াউল হকের কোমর এবং দেখুড়িয়া গ্রামের প্রার্থী ভবতারণ মালের হাত ভেঙে দেওয়া হয়। নলহাটি–১ নং ব্লকের কানিসায়িল সংসদের সিপিএমের এক প্রার্থীকে মারধর করা হয়। বানীওড় পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থী সেন্টু শেখ প্রহৃত হয়। মুরারই–১ এবং ২নং ব্লকে বিরোধীদের ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। নলহাটি,নানুর,লাভপুরে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। লাভপুর,লোহাপুর,মাড়গ্রাম এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ দেখা যায় তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের। সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিয়ে ফেরার পথে প্রহৃত হয় খয়রাশোলের সিপিএম নেতা দিলীপ গোপ এবং এক বিজেপি নেতা। সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার সময় দুবরাজপুর ব্লক অফিসে প্রহৃত হয় বিজেপি টাউন সভাপতি সন্দীপ আগরওয়াল। সাঁইথিয়া,নলহাটি–১ নং ব্লক,রামপুরহাট –২নং ব্লক,নলহাটি–২ নং ব্লকে বিরোধীদের মনোনয়ন তুলতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জেলাশাসকের দ্বারস্থ হন কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদ। জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেয় রামচন্দ্র ডোমের নেতৃত্বাধীন সিপিএমের এক প্রতিনিধি দল। প্রথমদিনের মতোই দ্বিতীয়দিনেও মনোনয়ন তোলাকে কেন্দ্র করে অব্যবহত থাকে অশান্তি। মঙ্গলবার মনোনয়ন তোলার সময় মল্লারপুর ব্লক অফিসে তৃণমূলের ছোড়া বোমায় সিপিএম প্রার্থী তথা এসএফআই ছাত্রনেতা সাজ্জাদ মির্জা সহ চারজন জখম হয়।

রাজনগরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি গরম পড়লেই রক্তের আকাল দেখা দেয় চারিদিকে। সোমবার সকালে রাজনগর খোসবাজার গোলাপ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে প্রায় একশোজন স্বেচ্ছায় রক্ত দেয়। ক্লাব সম্পাদক মুজিবর রহমান বলেন, 'রক্তদান মহান দান। যাতে রক্তের অভাবে কেউ মারা না যায়, তার জন্য এই উদ্যোগ'।

কাঁটার মুকুট মাথায় দাঁইহাট পুরসভার দায়িত্ব নিলেন শিশির মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে আড়াই বছর পর দাঁইহাটের পুরবোর্ডেও পরিবর্তন এল। ১২ মার্চ নতুন চেয়ারম্যান রূপে শপথ নিলেন পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা সিপিএম পরিচালিত বিগত পুরবোর্ডের বিরোধী দলনেতা তৃণমূল কংগ্রেসের শিশির মণ্ডল। সেদিন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথবাক্য পাঠ করান কাটোয়া মহকুমাশাসক সৌমেন পাল। উপস্থিত ছিলেন সদ্য সিপিএম ত্যাগ করে আসা পাঁচজন কাউন্সিলর ও একজন সিপিএম কাউন্সিলর। তবে, বিগত পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান বিদ্যুৎবরণ ভক্ত এই সংখিপ্ত অনুপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই দায়িত্বভার গ্রহণকে কেন্দ্র করে পুরসভা চত্বরে তখন যেন উৎসবের মেজাজ। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী–সমর্থকরা সবুজ আবীরে মেতে উঠেছিলেন।

পুরসভার দায়িত্ব নিয়েই শিশির মণ্ডল শহরে জলকর মুকুবের কথা ঘোষণা করে দেন। সেই অনুযায়ী আগামী এপ্রিল মাস থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানীয় জলের সংযোগ নেওয়া শহরবাসীদের কোনও কর দিতে হবে না। এর ফলে বর্তমান উত্তরোত্তর

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে বাৎসরিক শ'তিনেক টাকা সাশ্রয় হবে ভেবে কিছুটা হলেও শহরবাসী খুশি। কিন্তু, এটাই তো সব নয়।

জলকর মুকুব হলেও শহরবাসী কি পর্যাপ্ত পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পাবে? দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত প্রাচীন এই পুরশহরে কি উন্নয়নের জোয়ার বইবে? দাঁইহাটে কলেজ ও থানা কবে হবে? শবদাহের জন্য পুরশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভবিষ্যৎ কী? রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, আলো, বাসস্ট্যান্ড, বাজারের উন্নয়ন কবে হবে? পুরসভায় কর্মসংস্কৃতি ফিরবে কি? নাগরিকরা যথাযথ পুর পরিসেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না তো? সর্বোপরি শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে মনোমালিন্যকে সামলে নিয়ে নতুন চেয়ারম্যান শহরবাসীর জন্য আদৌ ঠিকঠাক কাজ করতে পারবেন তো? এরকমই অজস্র প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় সাধারণ শহরবাসী।

কিন্তু, কাঁটার মুকুট মাথায় চাপিয়ে পুরসভার দায়িত্ব নিয়েই এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারেননি শিশির মণ্ডল। তিনি শুধু বলেছেন, পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট একটা ছোটো শহর। এই শহর দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা ও অনুন্নয়নের শিকার। এখানে সমস্যা অনেক।

নাগরিকদেরও অনেক দাবি রয়েছে। আমি জনগণের সেবক হিসেবে আমার সাধ্য মতো কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করে যাব। আশা করছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে যেভাবে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছেন তার সুফল পাবে দাঁইহাটও। তাই এখানে প্রস্তাবিত কলেজটিও গড়ে উঠবে বলে আমিও শহরবাসী হিসেবে অত্যন্ত আশাবাদী। শহরের রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরুত্ব পাবে। পুরসভায় কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা হবে। এজন্য প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলার পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে সকলেরই মতামত ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

দিল রক্ত, চাইল চাকরির স্বাধীনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ এক অন্য স্বাধীনতার গল্প। এ গল্পে নেতাজি সুভাষ বসু নেই। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের অঙ্গীকারও নেই। কিন্তু এই গল্পে তরতাজা প্রায় ৩০০ চাকরি প্রার্থীর কাতর আর্তি আছে আর আছে আন্দোলনের নামে 'রক্তদান'। বারাসতে বৃহস্পতিবার সকালে সাড়ে ১২টায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সামনে অস্থায়ী মঞ্চে এরকমই রক্তদান করতে দেখা গেল ১১৮ জন চাকরি প্রার্থীদের। এই চাকরি প্রার্থীরা ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষক পদপ্রার্থী যা কিনা ২০০৯ সালের করেছিল। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যায়। এরপর এই সকল চাকরি প্রার্থীরা সকলে মিলিত ভাবে প্রশাসনের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অবশেষে রক্তদানের মধ্য দিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল তারা। সংগঠনের পক্ষ্যে কৌশিক ঘোষ বলেন, 'বহুবার আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। চাকরি আদায়ের জন্য, বিভিন্ন মহলে দরকার করেছি। শেষে মহামান্য আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা অমান্য করে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হচ্ছে।' এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তী স্বাধীনতা সংগ্রামী সুধাংশু বিশ্বাস। প্রায় একশ বছরের পদার্পণকারী সুধাংশু বাবু বলেন 'এও এক স্বাধীনতার সংগ্রাম তবে তা বেকারত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রাম'। সরকারি ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করে বর্তমান সরকারের সামনে ব্যতিক্রমী রক্তদান আন্দোলনে স্নান সারলেন কর্মপ্রার্থীরা।

শিশু শিক্ষানিকেতনের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি:–দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ফুলবাড়িতে রবিবার অনুষ্ঠিত হল একটি শিশু শিক্ষানিকেতনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান,নতুন ভবনের উদ্বোধন ও একটি মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদ সভাধিপতি সামিমা শেখ,বিধায়ক সওকাত মোল্লা,বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী,জেলা পরিষদের কৃষিকর্মাধ্যক্ষ সাজাহান মোল্লা,জনাব হাফেজ আব্দু খবির সাহেব,মস্তিন ইশার আহমেদ সাহেব সহ বিশিষ্টরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে কৃষিকর্মাধ্যক্ষ সাজাহান মোল্লা নিজের বাড়ির কাছে শিশু এতোদিন মাটির ছিল,বর্তমানে সাজাহান বাবুর সৌজন্যে এলাকার বাসিন্দারা শিশু শিক্ষানিকেতনটির পাকা ঘর পেয়ে খুবই খুশি।এদিন অনুষ্ঠানে প্রায় দুহাজার মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা গেছে।

নারী ও শিশু পাচার নিয়ে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি:–প্রতিনিয়ত শোনা যায় নারী ও শিশু পাচারের সংবাদ। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায়ই ঘটে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা। সেই পাচার রোধে এগিয়ে এল কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শুক্রবার দুপুরে কলকাতার মেরিওয়ার্ড নামক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার খাসকুমড়োখালি গ্রামে নারী ও শিশু পাচার নিয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মুনমুন চৌধুরী,বিথিকা হালদার,বান্টি মুখার্জী ও ক্যানিং মহকুমা চাইল্ড লাইনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ। এদিনের এই সচেতনতা শিবিরের একমাত্র লক্ষ্য নারী ও শিশু পাচার,বাল্য বিবাহ,শিশু শ্রমিক বন্ধ করা। এছাড়াও সমাজে নারীরা যাতে তাদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে নজর রাখা। যাতে করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় তার জন্য সংস্থার উদ্যোগে বিনা ব্যয়ে সেলাই,বিউটিশিয়ান এর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গেছে সংস্থার উদ্যোগে পাচারকারীর খপ্পর থেকে উদ্ধার হওয়া মহিলারা সংস্থায় ট্রেনিং নিয়ে নিজ পায়ে আজ তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কলকাতার মেরিওয়ার্ড সোশ্যাল সেন্টারের সুপারভাইজার রবিশংকর রায় বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য নারী ও শিশু পাচার,শিশু শ্রমিক বন্ধ করা এবং সমাজে নারীদের যোগ্য সম্মান প্রদান করা।

অন্যদিকে মেরিওয়ার্ডের সদস্য বিথিকা হালদার বলেন, সমাজে মেয়েরা যাতে পিছিয়ে না থাকে তারজন্য আমাদের সংস্থার উদ্যোগে বিনাব্যয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি।এদিন এই সচেতনতা শিবিরে প্রায় একহাজার নারী ও শিশু অংশ গ্রহণ করেছিল।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নস্করপুর সন্তোষী ইয়ং সোসাইটির পরিচালনায় সন্তোষী মাতার পুজো উপলক্ষে সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বসন্ত মানে রঙের বাহার, বসন্ত মানে হৃদয় গভীরে সেই রঙের সমাগম আর একটা সুন্দর রঙিন জগৎ ২৪ বছর ধরে এই সন্তোষী ইয়ং সোসাইটি সন্তোষী পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে চলেছে। এই পুজো ঘিরে থাকছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি সাজো, নির্মল বাংলার উপর প্রতিযোগিতা ও কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ২২ চৈত্র ২৪ চৈত্র পর্যন্ত চলবে পুজোপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ফলতায় আক্রান্ত সিপিএম নেতা, ডায়মন্ড হারবারে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মনোনয়ন পেশের তৃতীয় দিনেও বাধার মুখে পড়তে হল বিরোধী বাম প্রার্থীদের। গুণ্ডাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বিরোধী দলের প্রার্থী ও কর্মীরা। ডায়মন্ড হারবার–১, ডায়মন্ড হারবার–২, ফলতা ব্লক অফিসের বাইরে গুণ্ডাবাহিনী বিশাল জমায়েত করে। ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার–১ ব্লকে সিপিএম প্রার্থীরা মিছিল করে বিডিও অফিসে ঢুকতে গিয়ে বাধা পায়। ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিধান পাড়ুই আক্রান্ত হন। মহিলাদেরকে মারধর করা হয়। ফলতার এই ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা সিপিআই নেতা গৌতম রায় বলেন, তৃণমূলের ব্যাপক সন্ত্রাসের জন্যে ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলতার জেলাপরিষদের একটি আসনে সিপিআই প্রার্থী মধুমিতা ভট্টাচার্য জয়লাভ করে, কিন্তু এবছর ব্যাপক সন্ত্রাসের জন্যে কোনও প্রার্থী দিচ্ছে না।

ফলতার মতো একই অভিযোগ ডায়মন্ড হারবার–১ ও ডায়মন্ড হারবার–২ ব্লকে। ব্লক অফিসে মনোনয়ন জমা করতে হুমকি ও বাধা পায় বিরোধীরা। সাংবাদিকরা খবর

সংগ্রহ করতে গেলে তাদেরকেও বাধা দেওয়া হয়। ডায়মন্ড হারবার বিডিও অফিসের সামনে তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরতে দেখা যায় এমনটাই অভিযোগ ওঠে। ছবি তুলতে গেলে তেড়ে আসে একদল তৃণমুল আশ্রিত সমাজবিরোধী। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে যে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের বিশাল গুণ্ডাবাহিনী ঘোরাফেরা করছিল কিভাবে ডায়মন্ড হারবার বিডিও চত্বরে।

বাধা পাওয়ার পর সিপিএম কর্মী–সমর্থকরা মহকুমা শাসকের অফিস জেটিঘাটের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। সেই অবরোধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

বিশাল পুলিশবাহিনী সেই অবরোধ তুলে দেয়। এরপর ডায়মন্ড হারবার স্টেশনবাজারে অবরোধ করেন বাম কর্মী সমর্থকরা। সেই অবরোধও তুলে দেয় পুলিশ। তবে জেলার কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা ব্লকে মনোনয়ন জমা নিয়ে কোন অভিযোগ এখনও ওঠেনি। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করেন। সিপিএম জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ি বলেন, গত ৩ দিন ধরে সমস্ত বিরোধীরা আক্রান্ত। আমাদের প্রার্থীকে অপহরণ করা হয়েছে। তবে আমরা লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরছি না। ৯ তারিখ পর্যন্ত আমরা মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাব মানুষকে নিয়ে।' তবে বিরোধীদের অভিযোগ মানতে চাননি জেলা তৃণমূল নেতা শক্তি মণ্ডল। তিনি বলেন, উন্নয়নই তৃণমূলের হাতিয়ার। বিরোধীরা প্রার্থী না পেয়ে নাটক করছে।'

এর পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা দেবাংশু পাণ্ডা বলেন এ ঘটনা খুব নক্কারজনক ঘটনা। তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই বাইরে থেকে গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে মস্তানি করছে। যদি আমাদের নমিনেশান জমা দিতে তৃণমূল বাধা দেয় তাহলে আমরাও তৃনমূলের এই গুণ্ডাবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত আছি।

স্ত্রী প্রার্থী, স্বামী অপহৃত

প্রথম পাতার পর

যেখানে প্রার্থী মারা গিয়েছে বা সেই সিট সংরক্ষণ হয়েছে সেই সিটে দলের অনুমতি নিয়ে আগের প্রার্থীর আত্মীয়দের টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলের তরফ থেকে। সেই অনুযায়ী ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সিটের জয়ী প্রার্থী ইন্দুবালা সরদারের মৃত্যু হওয়ায় এবার দলের তরফ থেকে তার বৌমা সোমা সরদারকে প্রার্থী করা হয়েছে। অভিযোগ দলের এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হয়নি স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীরা। বুধবার রাত থেকেই এলাকার যুব তৃণমূল তৃণমূল কর্মীরা বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিতে থাকে জগদীশ সরদারকে। অভিযোগ এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের বাড়ি থেকেই জগদীশকে তুলে নিয়ে যায় স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজ তৃণমূল কর্মী জগদীশ সরদারের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

একাধিপত্য কায়েমে তৎপর তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

মানুষ এই উন্নয়ন দেখেই তৃণমূল কংগ্রেসকে সর্বত্রই ভোট দেবে। অন্যদিকে, সিপিএমের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, বিজেপির জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের মূল বক্তব্য, যদি তৃণমূল এতই উন্নয়ন করে থাকে তাহলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব থেকেই কেন তারা বিরোধীদের উপর আক্রমণ হানা শুরু করেছে। তবে, বিরোধীদের সন্ত্রাসের অভিযোগকে কোনও পাত্তা দিতে চাইছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। ৫ এপ্রিল দাঁইহাটে অবস্থিত কাটোয়া ২ নং বিডিও অফিসে মনোনয়নকে ঘিরে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল তা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রকাশ বলে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি।

গুলিবিদ্ধ কর্মী

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে মনোনয়নের পঞ্চম দিনেও আক্রান্ত বিরোধিরা। ডায়মন্ড হারবার–১, ডায়মন্ড হারবার–২, ফলতাতে এদিনও আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি, কংগ্রেস, বাম প্রার্থী সমর্থকরা। বাদ যাননি এসইউসি প্রার্থী। এই ঘটনায় রীতিমত আতঙ্ক বাড়ছে। সিপিএম জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ী বলেন, খোদ এসডিও অফিসের মধ্যে প্রার্থীদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। এসডিপিও নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। এ কোন গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে কবর দেওয়া হচ্ছে।' বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজি দাসের অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকার প্রত্যেকটি ব্লকে বহিরাগত গুন্ডা মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ এই গুন্ডাদের প্রশয় দিচ্ছে। জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের বারে বারে ফোন করেছি। কিন্তু কেউ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' এসইউসির জেলা পরিষদের এক প্রার্থীকেও এদিন এসডিও অফিসের ভেতর মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে বিরোধীদের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি শক্তি মণ্ডল। তিনি বলেন, বিরোধিরা মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে মিডিয়াকে ধরে বাঁচতে চাইছে। বিডিও অফিস বা এসডিও অফিস সবার জন্য খোলা। যে কোন দল মনোনয়ন করতে পারে।'

আক্রান্ত বিজেপি

প্রথম পাতার পর

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তারা যাতে পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমা দিতে না পারে সেই কারণেই গত চারদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে তৃণমূল কর্মীরা। গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী থেকে শুরু করে বিপ্রদাসপুরের সমস্ত এলাকাতেই বিজেপি কর্মীদের প্রাণনাশের হুমকির পাশাপাশি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে বিপ্রদাসপুরে এর প্রভাব সবথেকে বেশি। স্থানীয় তৃণমূল নেতা অমরেশ মণ্ডল ও তার অনুগামীরা বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার সকালে যখন বিজেপি কর্মী সন্দীপ মণ্ডল মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন ঠিক তখন তাকে ডেকে রাস্তায় নিয়ে এসে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। তার স্ত্রী বাঁচাতে গেলে তাকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়। রডের আঘাতে সন্দীপবাবু গুরুতর জখম হয়েছেন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গোসাবা ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করেছেন চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আমাদের কর্মীদের উপর হামলা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমরা মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারবো কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন? পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। যদিও এই অভিযোগের কথা অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। তাদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ারে এমনিতেই মানুষ তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেবেন। বিরোধীরা প্রচারের লোভে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে বদনাম করছে।

শবদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মৃত্যুর সময় অনেক ক্ষেত্রেই প্রিয়জনের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকেন অনেকে। মৃত্যু পথযাত্রী সেই সকল মানুষজন তাদের কাছের মানুষগুলি থেকে ইহলোক ছাড়তে বাধ্য হন অপূরণীয় অতি নিয়েই। অনেকেই আবার প্রিয় মানুষগুলিকে শেষ একবার চোখের দেখাও দেখতে পান না। শুধুমাত্র অনেক দূরে থাকবার কারণে। কলকাতার শবদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্র পিস হাভেনের আদলে মধ্যমগ্রামে চালু হল পিস ওসান বা শান্তির পারাবার। মধ্যমগ্রাম পুরসভা পরিচালিত মাতৃসদন হাসপাতালে এই শবদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রটি চালু করতে খরচ হয়েছে আনুমানিক ১৪ লক্ষ টাকা। সংরক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মাধ্যমগ্রাম এলাকায় এরূপ একটি মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্র চালু হওয়ায় স্বভাবতই খুশি এতদঅঞ্চলের মানুষজন।

বহুমানুষ এই এলাকায় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বা বিদেশে থাকেন। সংরক্ষণের উপায় হলে সুবিধা হবে বলে জানান বারাসাত মধ্যমগ্রামের মানুষ। বিধায়ক তথা মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান রথীন ঘোষ বলেন, 'শহরতলির বহু মানুষ শেষ সময় বাবা মাকে দেখতে পান না। এবার অন্তত সেই সুবিধা মিলবে।' শান্তির পারাবারে ২–৪ ডিগ্রি তাপমাত্রায় মৃতদেহ সংরক্ষণ করা যাবে। এখানে একসাথে চারটি শবদেহ সংরক্ষণ করা যাবে। প্রতিদিন খরচ পড়বে ১৮০০ টাকা।

মহানগরে

শহরের জঞ্জাল রসপুঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখা কলকাতা পুরসংস্থার একটি অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব। বর্তমানে বছরে দৈনিক গড়ে ২৫৯টি লরি নিয়োজিত আছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৮.২৫ লক্ষ মেট্রিকটন জঞ্জাল সংগ্রহ করে ধাপা বর্জ্যভূমিতে ফেলার বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার কাজে। কিন্তু বর্তমানে এই বর্জ্যভূমিটি প্রায় পরিপূর্ণ। এজন্য বর্জ্য ফেলার জন্য ও তার প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জৈব সার তৈরি করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অধীনে রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি জমি চিহ্নিত করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। সেই জমি পুরসংস্থা চাষিদের কাজ থেকে কিনবে বলে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, মূলক দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার যাদবপুর, আলিপুর, বেহালা, গার্ডেনরিচ ও জোকা এলাকার জঞ্জাল এখানে ফেলা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়াও 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' (হিডকো)–র অধীনে চাপনা মৌজার ২০ একরের একটি বর্জ্যভূমি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিকাশিতে আধুনিক ও মান্ধাতার মিশেল

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি দু'টি পদ্ধতি কলকাতা মহানগরের প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার নিকাশি নালা সাফাইয়ের কাজে জারি রয়েছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে মেকানিক্যাল স্যুয়ার ক্লিনজিং মানবশক্তি ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়টিকে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছে। স্যুয়ার ক্লিনজিং মজদুর (এসসি মজদুর) পদে বর্তমানে কম বেশি যে ২০০ জন কর্মী রয়েছে। তাদের ধীরে ধীরে অন্য পদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ম্যানহোল পরিষ্কারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে অটোমেটিক গালিপিট এম্পটিয়ার জেটিং মেশিন, জেটিং কাম সাকশন মেশিন, ব্লো–ভ্যাক মেশিন, ম্যানহোল ডিসিল্টিং মেশিন, পাওয়ার বাকেট মেশিন, ওপেন নালা ডিসিল্টিং মেশিন– সহ নানা ধরনের যন্ত্র। কিন্তু শহর ঘুরলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এসবের কিছুই সেখানে ব্যবহৃত না হয়ে পুরাতন ব্রিটিশ আমলের পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। শহরের ম্যানহোল চেম্বার ও স্যুয়ার লাইন পরিষ্কার করার জন্য পুর নিকাশি দফতর ১৫ সেট নতুন পাওয়ার বাকেট মেশিন এবং ৪০টি ম্যানহোল ডিসিল্টিং কিনছে। চলতি বছরের বর্ষার আগে ৫০ সেট ছ'ইঞ্চি ডায়া বৈদ্যুতিক পাম্প জোগানেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এগুলি পুরোমাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে কী না তাতে জোর সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে। ফলে চলতি অর্থবর্ষে পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশিতে ২৬৪.৭৭ কোটি টাকার ব্যবহার অথৈ জলে রয়ে যাবে।

হায়রে আদিগঙ্গা

প্রিয়ম গুহ : কথিত আছে কালীঘাট সংলগ্ন আদিগঙ্গাকে নাকি ভগীরথ শঙ্খ বাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এখান দিয়ে বেহুলা–লখিন্দর ভেসে গিয়েছিলেন স্বর্গের পথে। একসময় বাণিজ্য ক্ষেত্র ছিল আদিগঙ্গার দুপাড় ধরে। এখনও অবশ্য তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন চেতলা হাট বা বিভিন্ন হাটের গোড়াপত্তন এই আদিগঙ্গার পাড় ধরেই। বড় বড় জাহাজ, নৌকায় বোঝাই করা মাল নামত গঙ্গার দুধারে চেতলা এবং কালীঘাটে। কিন্তু আজ সেই গঙ্গা মৃত্যুর পথযাত্রী। চেতলা থেকে কালীঘাট যাওয়ার জন্য সম্প্রতি এক ফুটব্রিজও তৈরি হয়েছে। মানুষের সুবিধার্থে। কিন্তু এই মৃতপ্রায় গঙ্গা দেখলে চোখ দিয়ে জল পড়ে এমনই জানালেন এলাকার কিছু প্রবীণরা। বিভিন্ন নিকাশি নালার ময়লা জলে গঙ্গা পরিণত হয়েছে এক শীর্ণ নালায়। তবুও বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। এই জলেই সামান্য পুণ্য অর্জনের জন্য দেশবিদেশ থেকে আশা পুণ্যার্থীরা স্নান করছে বা জল মাথায় ছেটাচ্ছে। এই জলে যে রোগ ব্যাধি বাসা বেঁধেছে তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো গঙ্গা নামটাই শান্তি দিচ্ছে এদের মনে। জায়গায় জায়গায় জাল লাগানো হয়েছে। সেই জালে ময়লা জমার পর সেই ময়লা তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুরকর্মীরা। কিন্তু দুদিকের পাঁক বা মাটির চড়ায় ক্রমশ আদিগঙ্গা মরতে বসেছে সেদিকে কারুর দৃষ্টিই নেই, আর কয়েকদিন পর হয়তো ফুটব্রিজের আর প্রয়োজন হবে না। পায়ে হেঁটেই পার হতে পারবে মানুষ। ড্রেজিং আগে হত কিন্তু এখন ড্রেজিং ব্যাপারটা কী তাই ভুলতে বসেছে এলাকাবাসী। জোয়ার–ভাঁটা আদিগঙ্গায় খেলত। কিন্তু তারও এখন গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে। জোয়ারের জল এখন আর ঢোকে না আদিগঙ্গায়। যতটুকু জল আছে তা অবশ্য নিকাশি নালারই জল তাও হয়তো আর দেখা যাবে না কিছুদিন পর থেকে। কয়েক দিন আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে আদিগঙ্গার ঘাট পরিষ্কার নিয়ে প্রতিবেদন বের হয়। সেই সময় পুরসভা অবশ্য এই পাঁক তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আসলে তবেই হবে সংস্কার এই বলে। হয়তো এখনও কোনও সরকারেরই চোখ পড়েনি এই হতভাগ্য গঙ্গার দিকে। এভাবেই নীরবে নিভৃতে শেষ হবে আদিগঙ্গা।

সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধ শতবর্ষে শ্রদ্ধা জানাতে কালীঘাট মর্নিং ক্লাবের উদ্যোগে কালীঘাট থেকে দার্জিলিং–এ নিবেদিতার বাড়ি পর্যন্ত এক সাইকেল র‍্যালি শুরু হয় গত ১৩ মার্চ সকাল ৮টায়। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। র‍্যালি উদ্বোধন করেন জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়র ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সাইকেল র‍্যালি নিবেদিতার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায় ২৩ মার্চ। দল নির্বিঘ্নে কলকাতায় ফেরে ২৬ মার্চ।

সমস্ত স্টেশনে এবার এলইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে মোট ৩৬৫টি স্টেশনে ১০০ শতাংশ এলইডি আলোর ব্যবস্থার মাধ্যমে শক্তি সংরক্ষণ সহ রাজস্ব সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সম্প্রতি রেলমন্ত্রীর বাজেট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে শক্তি সংরক্ষণের এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত স্টেশনগুলিতে ১০০ শতাংশ এলইডি আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই সুবিশাল কর্মকাণ্ড সম্প্রতি ৩০ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে।

এই এলইডি আলোর ব্যবস্থা করার ফলে স্টেশনগুলির সামগ্রিক লোড ৫৪২ কিলো ওয়াট হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ–এর বাৎসরিক ব্যবহার ২.১৭ মিলিয়ন ইউনিট হ্রাস পাবে। বিদ্যুৎ–এর ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার ফলে সরকারি কোষাগারে বাৎসরিক ১.৫২ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

এছাড়াও, এই রেলওয়ে কিছু যাত্রীবাহী কোচে এলইডি আলোর ব্যবহার শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে সব রেলওয়ে কোচে/ইএমইউ ট্রেনগুলিতে তৎসহ আবাসিক কোয়ার্টার এবং অফিসেও এই বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়কারী এলইডি আলোর ব্যবস্থা করবে।

উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করতে র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতার নয়া সূচক রচনা করা ও শিক্ষার গুণমানে উৎসাহ প্রদান করা এবং আরও ভালো কিছু করার প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের সবচেয়ে প্রামাণিক র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতি 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল রেটিং ফ্রেমওয়ার্কে'র (এনআইআরএফ) অধীনে নির্ণয় করা 'ইন্ডিয়ান ক্রমপর্যায়ের বিশিষ্ট তালিকা–২০১৮' গত ৩ এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর এই তালিকা প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে ন'টি পর্যায়ের ৬৯টি প্রথম শ্রেণির প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। দেশের সবচেয়ে প্রামাণিক এই রেটিং পদ্ধতি বিচারে বিজয়ী প্রতিষ্ঠানগুলির অসাধারণ দক্ষতায় প্রশংসনীয়।

গত চার বছর যাবৎ মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক উচ্চশিক্ষার সংস্কারের ক্ষেত্রে যেসব বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার ভিত্তি এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং প্রস্তুত হচ্ছে। এই বছরের র‍্যাঙ্কিং–এর মধ্যে আইন, স্থাপত্যবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো নয়া পর্যায়ের বিষয়গুলি যুক্ত করা হয়েছে। ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং–এর এবার সব মিলিয়ে ন'টি পর্যায়ের ২৮০৯টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ৯০৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান, ৪৮৭টি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান, ৩০৯টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮৬টি ফার্মেসি ইনস্টিটিউশন, ১০১টি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান, ৭১টি আইন প্রতিষ্ঠান, ৫৯টি স্থাপত্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান এবং ১০৮৭টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ।

র‍্যাঙ্কিং ২০১৮–এর প্রথম দশটির তালিকার 'সার্বিক ক্ষেত্রে' পশ্চিমবঙ্গ থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে খড়্গপুরের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্টে প্রথম ১০–এ পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছে তৃতীয় স্থানে জোকার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট' এবং সপ্তম স্থানে খড়্গপুরের আইআইটি, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ১০–এ এ রাজ্য থেকে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে প্রথম ১০–এ এ রাজ্য থেকে নবম স্থানে রয়েছে হাওড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, মেডিক্যাল ও ফার্মাসিতে প্রথম ১০–এ এ রাজ্যের কোনও প্রতিষ্ঠান স্থান পায়নি। স্থাপত্যবিদ্যায় প্রথম তিনের প্রথম স্থানে রয়েছে খড়্গপুরের আইআইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম ১০–এ এ রাজ্য থেকে চতুর্থস্থানে রয়েছে খড়্গপুরের আইআইটি। বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে প্রথম ১০০–তে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান গ্রহণ করতে অসফল হয়েছে।

মাধ্যমিকের ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ মার্চ বুধবার শেষ হওয়া ২০১৮–র মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল আগামী ২৮ বা ২৯ মে সোমবার বা মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ঘোষণা হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একটি বিশ্বস্তসূত্র থেকে এ খবর জানা যায়। প্রসঙ্গত, গত ২০১৭–র মাধ্যমিক পাশের হার ছিল ৮৫.৬৫ শতাংশ। ২০১৬–তে ছিল ৮২.৭৪ শতাংশ।

চরম দরিদ্রতা স্বপ্নের পথে বাধা ফুটপাতবাসিদের....

সুজয় সাধুখা

আজ আমরা তথ্যপ্রযুক্তি আর সময় এর মারপ্যাঁচে দিনে দিনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি নিজেদেরকে. রাজনৈতিক নেতাদের ভোটপ্রচার থেকে আমজনতাদের সাহসিকতার সেলফি, আমাদের নিত্যদিনের চালচলনের জীবনসঙ্গী হয়ে উঠেছে ফেসবুক, টুইটারেরমত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমগুলি । সামনেই বাংলার নতুন বছর এসে গেল. আগাম শুভেচ্ছা বিনিময় থেকে জামা কাপড় কেনার জমজমাটি ভিড় উপচে পড়ছে শপিংমল থেকে ধর্মতলা চত্বর. শহরের অলিগলির নানা প্রান্ত সেজে উঠেছে প্রদীপের দীপ্তমান আলোর মত. যে কোনউৎসবেই আমরাবাঙালিরা কিছু মুখরোচক আর চমকপ্রদ ভাবে মেতে উঠে আলোড়ন ফেলি সংবাদমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়াতে। তবে আমাদের সমাজের কিছু শ্রেণীর মানুষজন বসবাস করে যারা চরম দরিদ্রতা আর অভাব এর কারণে উৎসবের দিনগুলিতে সেইভাবে গা এলায় না। তাদের মনে একটা কথা ঘুরপাক খায়, বছরের ৩৬৫ দিন রাস্তায় নোংরা গুড়িয়ে, কেউ ফেলে দেওয়া খাওয়ার কুড়িয়ে, কেউ বা বড়লোকে বাবুদের শরীরের ক্ষুধা মিটিয়েতিলে তিলে দিন গুজরান করে ফুটপাতের খুটখোলা মশারির চালে.তাদের আবার কিসের উৎসব! হ্যা এটাই আমদের সভ্য সমাজের ফুটপাতবাসীদের দৈনন্দিন জীবন ! কথাগুলো এক মাঝবয়সী মহিলার মুখে শুনে চমকে উঠেছিলাম। কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না । অভাব আর সময় মানুষজনকে কোথায় কিভাবে এসে দাঁড় করায়।

সংবাদমাধ্যমে কাজের সুবাদে বহু মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় আমাদের।এবার সুযোগ এল কিছু ফুটপাতবাসী বাচ্ছা আর তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার। আজ তুলে ধরব তাদের জীবনের চমকপ্রদ কাহিনীর কথা। শরীরেরএকাংশ প্রায়জীর্ণ অবস্থায় রাস্তারএকধারে পড়ে মনে মনে কিভাবে বকে চলেছে এক বৃদ্ধ। পথচলতি কিছু স্যুট বুট পরা বাবুরা বাঁকা চোখে তাকিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এগিয়ে চলেছে একের পর এক। ওই পড়ে থাকা বৃদ্ধ মানুষটির কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম,

আপনার পরিবারের কোনো লোক নেই ? আপনি কি এখানেই থাকেন ? ধরে যাওয়া গলা খাঁকরে কোনো ক্রমে বেরিয়ে এল আমার ছেলে বউ নাতি সবাই আছে । তাহলে আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন ? বৃদ্ধের জবাব, আমি ওদের কাছে বাড়তি বোঝা বাবা। আমার বউ চলে যাওয়ার পর থেকে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে ওরা সংসার করছে. ওরা ভালো থাকুক। আমি এখানে ওখানে ভিক্ষা করে দিন চালাচ্ছি। আর কিছু প্রশ্ন করব বলে ভাবছিলাম তা আর হল না। একবাক্যে বলে দিল তোমাকে আর কোনো কথা বলব না।

ঘুরতে ঘুরতে আর একটি বছর বারোর বাচ্ছার কাছে পৌছলাম. তখন সে খুব ব্যস্ত। কেননা তার দুই বোনকে নিয়ে যে ট্রেনে চেপে সংসার চালানোর জন্য দুপয়সা ইনকাম করতে হবে ! প্রশ্ন করলাম ট্রেনে চেপে কোথায় যাবে? শুকিয়ে যাওয়া মুখ থেকে ছোট্ট হাসিতে উত্তর এল, কাকু আমি খুব বড় অফিসার হতে চাই। আমার দুই বোনকেও পড়াতে চাই। তাই সকাল থেকেই বেড়িয়ে পরি ট্রেনে চেপে ভিক্ষা করতে ! তোমার মা বাবা কি কাজ করে ? হাত উচিয়ে দেখিয়ে বলল মায়ের সাথে কথা বল আমি যাচ্ছি. কিছুটা এগিয়ে হতাশ বাক্যে প্রশ্ন করলাম, এত ছোট্ট একটি ছেলে ভিক্ষা করতে বেরোয় আপনি কিছু বলেন না ? বছর চল্লিশ এর মহিলার উত্তর, আমার স্বামী রাস্তাতে নোংরা কুড়ায়, আর আমি হোটেলে বাসনপত্র পরিস্কার করি। তাই বাড়তি ইনকাম এর জন্য আমার দুই মেয়ে আর ছেলেকে ভিক্ষা করতে বলেছি। সংসারের অভাব মেটাতে আমাদের মত মানুষজনদের এইভাবে দিন কাটাতে হয়। আপনারা এই সব বুঝবেন না ।

সত্যি তো আমরা এইসব বুঝব না . কথাগুলো শুনে অসহায় বৃদ্ধ, বাচ্ছা, আর ওই মহিলার বেদনাদায়ক শব্দযন্ত্রে আমাদের মনে কোনো দাগ কাটে না আজকাল। কত মহিলারা সংসারের অভাবের জন্য নিজের শরীরের অনিচ্ছা সত্বে ও পিশাচ কিছু লোকজনের শরীরের জ্বালা মিটিয়ে দুপয়সা ইনকাম করে । আর সেইসব মহিলারা সমাজের নানা মানুষের কাছে নানা ধরনের নামে অলংকিত হয় । আর যদি কোনো নায়ক নায়িকারা কোনো বড় বড় লোকজনদের সাথে ব্যাচেলর পার্টি, নাইট পার্টি করে ফুর্তি করে তারা কিন্তু আবার আমদের সমাজের কাছে আইকন হিসাবে পরিচিত হয় ! কি অদ্ভুত আমাদের সমাজ । আমাদের জীবন !! ছাড়ুন খামকা ওইসব ফুটপাতবাসীদের নিয়ে তাদের সমাজের জীবনধারন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাদের লাভ নেই। আসুন আমরা বরং ফেসবুক টুইটারে বড় বড় ডায়লগ লিখে পোস্ট করি। আর উন্মাদনায় মেতে থাকি ।

মৌলেদের পাশে শিল্পী পলাশ

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবারঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতার থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হলেন শিল্পী পলাশ হালদার। তিনি কথা রাখলেন। গত ১৮ থেকে ২৩ জুলাই বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী সময়ই তিনি জানিয়েছিলেন এই অর্থ সুন্দরবনের ধীবর ও মৌলেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে। শিল্পী পলাশ হালদারের আঁকা ছবির একক প্রদর্শনী হয়েছিল।

আর সেই খবর আমাদের পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বাঘে ও কুমিরের কামড়ে প্রাণ দিয়েছেন সেই সব পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্যেই ছিল বিড়লা তে এই ছবি প্রদর্শনীর প্রয়াস। শিল্পী সেইসময় জানিয়েছিলেন, প্রদর্শনী বিক্রি ছবির টাকা সুন্দরবনের

অবহেলিত মানুষের জন্য ব্যয় করবেন। পলাশ সেই প্রতিশ্রুতি রাখলেন। মথুরাপুর–১ নং ব্লকের উত্তর লক্ষীনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের পাটকি গ্রামে এলাকার বেশ কয়েকজন প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিলেন পলাশ। পাশাপাশি ৫ জন অভাবী–মেধাবী পড়ুয়ার সারাবছরের পড়াশুনার সমস্ত খরচ করার অঙ্গীকার করলেন শিল্পী। পড়ুয়াদের হাতে শিল্পী তুলে দিলেন বই খাতা ও পেনসিল। শিল্পীর এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামা নস্কর। তিনিও পলাশের এই ভাবনাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

৩৭ বছরের পলাশের জন্ম সুন্দরবনের পাটকি গ্রামে। পরে পরিবার চলে আসেন মন্দিরবাজারের রঘুনাথপুরে। বাবা পেশায় কাঠের মিস্ত্রি। অভাবী পলাশ খুব লড়াই করে সরকারি আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক হন। তারপর থেকে সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ছোটদের ছবি আঁকানো শেখান তিনি। এর মধ্যে প্রদর্শনী করার সুযোগ পান পলাশ। তার মাধ্যম তেল রঙে মর্ডান আর্ট। জুলাই মাসে বিড়লা আকাডেমির প্রদর্শনীতে ভাল সাড়া পান তিনি। বেশ কয়েকটি ছবিও বিক্রি হয়। গত কয়েক বছর ধরে জন্মভূমি পাটকি আত্মজ স্কুল অফ এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নামে ছোটদের একটি স্কুলও খুলেছেন পলাশ। এদিন সেই স্কুল প্রাঙ্গনে খোলা মঞ্চে করা হয়েছিল অনুষ্ঠান। এলাকার প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পলাশ তাঁদের হাতে তুলে দেন পোশাক, মশারি ও মিষ্টির প্যাকেট। ৫ পড়ুয়ার আগামী ৫ বছরের পড়াশুনোর দায়িত্ব নেন পলাশ। পলাশ বলেন আমার জন্ম এই গ্রামে। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে ছবি এঁকে কলকাতায় প্রদর্শনী করেছি। আজ কিছুটা হলেও তৃপ্ত। আগামী দিনে আরও কিছু করতে চাই ওঁদের জন্য।'

পর্যটনের মানচিত্রে এবার শ্রীরামপুর

রিম্পি ঘোষ : ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশি উপনিবেশ হিসেবে বাংলা তথা হুগলি জেলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে একসময় ছিল ডেনমার্কের উপনিবেশ। সময়টা ১৭৫৫ খ্রীঃ। এই ১৭৫৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত শ্রীরামপুরে ডেনমার্কের উপনিবেশ ছিল। ডেনমার্ক শাসকদের হাত ধরে গভর্নমেন্ট হাউস, ট্যাভার্ন সহ বিভিন্ন স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল এই সময়। পরবর্তীকালে এই দেশে ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। তখন এই অঞ্চলে ডেনিস বা ডেনমার্কের ক্ষমতা লোপ পায়। ১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতার পর প্রায় কয়েক বছর আগে ডেনমার্কের জাতীয় মিউজিয়ামের সঙ্গে এ রাজ্যের হেরিটেজ কমিশন এবং প্রশাসনের সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়। সেই অনুযায়ী শ্রীরামপুরে ড্যানিশ আমলের জীর্ণ স্থাপত্যগুলি সংস্কার শুরু হয় ড্যানিশদের আর্থিক সহযোগিতায়। সেস সময় স্থাপত্যগুলির চেহারা যেমন ছিল সেই পুরনো রূপ ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়। ডেনিস ট্যাভার্নের সংস্কার করার পাশাপাশি আদালত চত্বরে ক্যান্টিনও স্বমহিমায় ফিরেছে। খাবার বিক্রির ব্যবস্থাও থাকবে সেখানে। রাজ্যে পর্যটন দফতরের উদ্যোগে দ্বিতল ট্যাভার্নে ক্যাফে এবং রেস্তোরাঁ থাকছে। ঐতিহাসিক ও ডেনমার্কের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের আর্কিটেক্ট সাইমন রাস্টেন জানাল, এই ট্যাভার্ন সংস্কার হলেও সাধারণ মানুষের জন্য তফাত তা খোলা হয়নি। এই ট্যাভার্ন সংস্কার করতে প্রায় দু বছর সময় লেগেছে। ১৭৮৬ খ্রীঃ এই ডেনমার্ক ট্যাভার্ন ও হোটেল নিশান ঘাটে গড়ে ওঠে যেখানে ডেনিসদের অভিবাদন সূচক কামানগুলি রাখা থাকত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়, ১৭৮৬ খ্রীঃ এক ব্রিটিশ সরাইখানার মালিক জেমস পার এই ডেনমার্ক ট্যাভার্ন ও হোটেলটির নির্মাণ করেন। পুরাতন রূপে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি স্টিলের সিঁড়ি, কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কপি হাউসের অনুকরণে সেন্ট্রাল রুমে ব্যালকনির নির্মাণ নতুনভাবে সংযোজিত

হয়েছে। ডেনমার্কের প্রধান সরকারি মিউজিয়াম ন্যাশনাল মিউজিয়াম আর ডেনমার্ক ও ডেনমার্কের রিয়েলডানিয়ার অংশীদারীত্বে এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট যার আর্কিটেকচার অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ (ইনটাক, কলকাতা চ্যাপ্টার)–এর সহযোগিতায় ছয় বছরের জন্য 'দ্য শ্রীরামপুর ইনিশিয়েটিভ ২০১২–১৮' একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। রিয়েল ডানিয়া ফাউন্ডেশন এর জন্য বরাদ্দ করে প্রায় দশ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের অধীনে ডেনমার্ক ট্যাভার্ট ছাড়াও সাউথ গেট, নর্থ গেট, সেন্ট ওয়াভস গির্জা সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্যে হেরিটেজ কমিশন, হুগলি জেলা, শ্রীরামপুর মহকুমা পুরসভা এবং বিশপ অফ ক্যালকাটা (সেন্ট ওলাভস চার্চ)–এর সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে।

মাঙ্গলিকী

‘সেতু’–র উজ্জ্বল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে ‘সেতু’ আজ একটি পরিচিত নাম। গত ২৫ মার্চ জীবনানন্দ সভাগৃহে ‘সেতু’–র ষান্মাসিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল প্রথম থেকে শেষ অবধি বহু গুণীজনের উপস্থিতিতে। এদিনকার অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ পর্বগুলি নীচে নথিবদ্ধ রইল।

(ক) সেতুর আচার্য্য, বহুপ্রতিভা সমৃদ্ধ ব্যক্তি সুব্রত ভদ্র অতি সম্প্রতি অকালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁকে বহুজন এদিনে ভাষণে স্মরণ করলেন। কবিতায় কবিতায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হল। একইভাবে গানেও। মঞ্চে রাখা তাঁর আলোকচিত্র ফুলে ফুলে সাজিয়ে রাখা ছিল– তিনি প্রতিবারের মতন এবারেও ‘মঞ্চে রইলেন’... গোড়ায় সকলে উঠে দাঁড়িয়ে একমিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে সুব্রত ভদ্রর জ্যোতির্ময় আত্মাকে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন, যখন সুনিশ্চিতভাবে সকলের বুকে ‘বাজছিল বেদনার মীড়ের টান... সুব্রত ভদ্র তুমি ‘সেতু’র আগামী দিনে সব অনুষ্ঠানেই ‘থাকবে’, ‘তুমি রবে নীরবে’...

(খ) এদিন মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি বাচিক শিল্পী শ্রী নিমাই মিত্র; এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি সংগঠনের অভিভাবক ৬–য় দশকের উজ্জ্বল কবি রত্নেশ্বর হাজরা, বিশেষ অতিথি হিসাবে কিংবদন্তি আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ; ৫২ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক। সংগঠনের স্থাপক, স্বনাম খ্যাত আবৃত্তিকার, এদিনের অনুষ্ঠানের মূল সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী, সহযোগী সঞ্চালিকা গীতা অধিকারী ও আরও এক সঞ্চালক বাচিক শিল্পী দীপন সেনগুপ্ত, সমগ্র অনুষ্ঠানকে অতি উঁচু তানে বেঁধে রাখেন।

সংগঠনের সভাপতি একটি লিখিত ভাষণ পাঠের মাধ্যমে ‘সেতু’–র গত ৬ মাসের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার কথা ব্যক্ত করেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কুদঘাটের রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের পরিচালক বৃন্দের প্রতি, যেখানে প্রতি বৃহস্পতিবার ‘সেতু’র সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার নিয়মিত আসর বসে। অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি রত্নেশ্বর হাজরা বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানালেন সভাগৃহে উপস্থিত সকল শ্রোতা/দর্শককে। যাঁরা না থাকলে এই আসর হত না, তা তিনি সোচ্চারে বলেন। অনুষ্ঠানের অতিথি কিংবদন্তী আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষকে মঞ্চে সম্মাননা জানানো হল। তিনি তাঁর ভাষণে ‘সেতু’র সাথে তাঁর পরিচয়ের কথা, সুব্রত ভদ্রকে অনেকদিন চেনার কথা ব্যক্ত করলেন। বাচিক শিল্পী দীপন সেনগুপ্তর আবৃত্তির সিডি এদিন তাঁর হাতে নিয়েই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হল। দীপনের বাচিক শিল্পী হিসাবে ঔজ্জ্বল্যের কথা বললেন শ্রদ্ধেয় বরিষ্ঠ আবৃত্তিকার। পরে পাঠ করলেন লুৎফার রহমান ও রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা– আসর আরও উজ্জ্বল হল...

(গ) এবারের অনুষ্ঠানে ‘সেতু’র তরফে সংবর্ধনা জানানো হল শিক্ষা জগতের মানুষ ব্যতিক্রমী নিবন্ধকার শ্রদ্ধেয়া সুমিত্রা হাজরাকে পুষ্পস্তবক, মানপত্র, উত্তরীয় বিবিধ উপহার হাতে তুলে দিয়ে। মানপত্রটি পাঠ করলেন, ‘সেতু’–র বরিষ্ঠ সদস্য সৌরীন চ্যাটার্জি। সুমিত্রা দেবী এই সংবর্ধনার জন্য ‘সেতু’কে তাঁর হৃদয়ের আনন্দঘন অনুভূতির কথাই ব্যক্ত করলেন। পরে পাঠ করলেন বিশ্ব কবির একটি কবিতা (উল্লেখ্য : সুমিত্রা হাজরা ছিলেন মুরলি ধর গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা)।

(ঘ) এদিন আসরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল সৌরীন চ্যাটার্জির বই ‘বেগমপুরের সুজি’।

(ঙ) এদিন আসর অতি উজ্জ্বল হল একদল আবৃত্তিকার আর একদল সঙ্গীত শিল্পীর ‘তরজায়’– সাথে সঙ্গত করলেন কবিরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠে, প্রবন্ধকদের কিছু অনুপ্রবন্ধ পাঠ... আসরে শুরুতে যেমন ‘সেতু’র কর্ণধার উদয় চক্রবর্তী লিখিত ভাষণে প্রয়াত সুব্রত ভদ্রকে শ্রদ্ধা জানান, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানার পর্বেও সুব্রত ভদ্রকে স্মরণ করলেন, কবিতাও শুনিয়েছেন।

সংযোজন : অনুষ্ঠানের গোড়ায় ‘সেতু’র সঙ্গীতশিল্পীদের নিবেদন, দুটি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন ছিল যথাযথ।

আরও সংযোজন : সুব্রত ভদ্র এই প্রতিবেদকের ‘সাইলেন্ট ফ্রেন্ড’ হয়ে উঠেছিলেন। ‘হে সংগ্রামী শিল্পী, তোমারে সেলাম’...

শিবরামের অজানা অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিবরাম চক্রবর্তীর যে ছবি এখনকার পাঠক–পাঠিকাদের মনে আঁকা হয়ে রয়েছে সেটা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। বিরাট শিবরাম চরিত্রের একটু মাত্র অংশের পরিচয় মেলে এই ছবিতে। রস–সাহিত্যিক শিবরাম এই উপাধিটা তিনি পান জীবনের সায়াহ্নে এসে। তাঁর জীবনে প্রথম জুড়ে রয়েছে আরও অনেক রকমের গতিবিধি। যা মোটেই হাসির নয়। শুধুই গুরুগম্ভীর। তা না জানলে শেষের শিবরামকে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। সেই প্রথম জীবনের গতিবিধি নিয়েই চেনা অচেনা শিবরাম নামে শিবরাম চক্রবর্তীর সাহচর্য লাভে ধন্য অসীমকুমার মিত্রর এক বই উপস্থাপন করেছে দে পাবলিকেশন। এই বইয়ের উদ্বোধন হল সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়ের হাতে। বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে অন্দর শয্যা রূপ দিয়েছেন সদ্যপ্রয়াত কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী। এই অনবদ্ধ অলঙ্করনে অমর হয়ে রইলেন চণ্ডীবাবু।

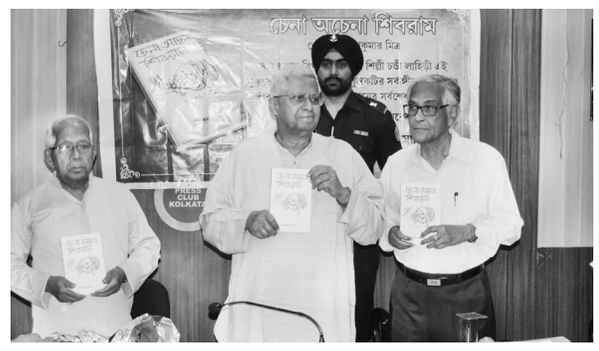

ছবি : উৎপল কুমার রায়

শতাব্দী প্রাচীন ইন্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে উৎসব

শ্রেয়সী ঘোষ : ‘ভব সাগর তারণ কারণ হে’ এই জগৎ বিখ্যাত গানের স্রষ্টা মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩৯ দেব লেনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘এন্টালি রামকৃষ্ণ অর্চনালয়’। সেখানে গত ৩১ মার্চ শনিবার এবং ১ এপ্রিল রবিবার ঠাকুরের উৎসব পালিত হয়। প্রথম দিনের সন্ধ্যায় এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে মা সারদামণি সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন ও গাইলেন প্রব্রাজিকা অনুরাধা প্রাণা। পরে ঠাকুর সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন ও গাইলেন প্রব্রাজিকা নিত্যরূপ প্রাণা।

শেষে ঠাকুরের সমগ্র জীবনগীতি আলেখ্যর মাধ্যমে পরিবেশন করলেন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে শুরু করে তিরোভাব পর্যন্ত জীবনের স্মরণযোগ্য ঘটনাগুলি নিয়ে পরিবেশন করলেন ‘শ্রী রামকৃষ্ণ: কথায় ও গানে’ গীতি আলেখ্যটি। অনেকগুলি গানও শোনালেন বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে। যার মধ্যে ছিল ‘ জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল আমার মন’, ‘মনরে কৃষি কাজ জানো না’, ‘সকলি তোমারি ইচ্ছা’, ‘প্রভু ম্যায় গোলাম শেষ’, ‘তুজসে হামনে দিলকো লাগায়া’, ‘পাখি তুই ঠিক বসে থাক’ প্রভৃতি গানগুলি। ভক্ত দর্শকদের তিনি মুগ্ধ করলেন। তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করলেন কল্যাণ চক্রবর্তী। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করলেন সংস্থাটির সহসভাপতি অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।

হারিয়ে যাওয়া লেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্ধমানে শৈশব থেকেই দাদার সাথে বই পড়া শুরু। বইয়ের অদম্য ইচ্ছার জন্য দাদা বই রেখে চলে গেলেই নিজে বসে পড়ত বই পড়তে। তখন থেকেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাথে তার আলাপ। না সামনা সামনি নয়, বইয়ের পাতাতে, শীর্ষেন্দুবাবুর

রচনার মধ্যে দিয়ে। শীর্ষেন্দুবাবুর যেখানে যত লেখা বের হত ছোট–খাটো উপন্যাস, গল্প, কৌতুক গল্প, সিনেমার সমালোচনা সবই সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছিল তার মায়ের তৈরি লাইব্রেরিতে। তারপর আস্তে আস্তে বড় হয়ে পড়াশোনার সূত্রে মেদিনীপুরে আসা। এক বন্ধুর হাত ধরে পরিচয় হল এক প্রকাশকের সাথে। তারপরে অবশ্য শীর্ষেন্দুবাবুর ঘরের লোক হয়ে গেলেন রঞ্জন মুখার্জি। ছোট্ট লাইব্রেরির সেইসব শীর্ষেন্দুবাবুর লেখাগুলো নিয়েই ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত হল ‘হারিয়ে যাওয়া লেখা’ নামে দুটি বই। উদ্বোধন হল ৩ এপ্রিল শহরের এক বিপণীতে। উপস্থিত ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় স্বয়ং এছাড়াও সাহিত্য জগতের আর এক দিকপাল সমরেশ মজুমদার, সঙ্গীত শিল্পী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, অভিনেতা ও চিত্র পরিচালক অরিন্দম শীল, প্রকাশক ত্রিদিব মুখোপাধ্যায় এবং রঞ্জন মুখার্জি।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রচেত গুপ্ত। তার এইসব হারিয়ে যাওয়া লেখাগুলো খুঁজে পেয়ে খুবই আনন্দিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশক এও জানান, সমরেশ মজুমদারেরও হারিয়ে যাওয়া লেখার খোঁজ চলছে। পরে নিশ্চয়ই সে নিয়েও একটা সংকলন হবে। তবে নববর্ষের প্রাক্কালে নতুন দুটি বই পেয়ে খুশি বইপ্রেমীরা।

আসছে অভিনব আর্ট ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ১২ এপ্রিল থেকে শুরু করে ১৪ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত কলকাতা আর্ট ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছে ইএম বাইপাস সংলগ্ন ‘সিলভার স্প্রিং ক্লাব’। ১২ তারিখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও থাকবেন ইন্দ্রনীল সেন, সাংসদ শতাব্দী রায়, রাজ্যসভার সাংসদ ও চিত্রকর যোগেন চৌধুরী, চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর, আইএএস মনোজ কুমার আগরওয়াল, আইপিএস অজয় রাণাডে এবং এমএমআইসি দেবাশিস কুমার। আগামী ২৫ জুন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন এই আর্ট এক্সজিবিশনে। দ্বিতীয় দিন ‘কলকাতা আর্ট কালচার সিনেমা অ্যান্ড উই’ এই শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। বক্তব্য রাখবেন চিত্র পরিচালক রাজা সেন, নির্বেদ রায়, ভূমির সুরজিৎ চ্যাটার্জি, আইপিএস নপরাজিৎ মুখার্জি। এছাড়াও থাকছে আরও অন্যান্য প্রশ্ন উত্তরের পর্ব। থাকছে বিভিন্ন কর্মশালাও। তৃতীয় দিন কলকাতায় এই প্রথম হতে চলেছে ক্যানভাস ড্রয়িং। যেখানে ২০০ ফিট ক্যানভাসের মধ্যে ১০০ জন কচিকাঁচারা আঁকবে এবং তার সঙ্গে যোগ দেবেন ১০ জন চিত্রকর। সমগ্র অনুষ্ঠানের তত্বাবধানে রয়েছেন সুদীপ্ত রায় চৌধুরি এবং দীনেশ পোদ্দার।

সঙ্গীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রদ্ধেয় পূর্বসুরী প্রয়াত শ্রদ্ধেয় জীতেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীকে গত ৩০ মার্চ সুজাতা সদনে সঙ্গীতে শ্রদ্ধা জানাল চৌধুরী বংশের তিন উত্তর প্রজন্ম। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ শুভদীপ মুখার্জি।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন জীতেন্দ্র বাবুর পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ সুরজিৎ চৌধুরী, পৌত্র কিরিটি ও সৌপর্ণ চৌধুরী। এছাড়াও সঙ্গীত ও বাদনে প্রপৌত্রী নম্রতা ও প্রপৌত্র সংবেদ চৌধুরী।

পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার দুপুর একটা থেকে সিউড়ি সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে জেলা ও বিজ্ঞানকেন্দ্রের ‘বিজ্ঞান অভীক্ষা ২০১৭’ –র পুরস্কার বিতরণী এবং ১২৫তম জন্মবর্ষে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধীয় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. অরুনাভ মিশ্র, চিকিৎসক স্বপন মন্ডল, সম্পাদক প্রসেনজিৎ প্রামানিক, সভাপতি মনিরুদ্দিন চৌধুরী, মায়া দত্তসাধু, ড. দেবাশিস পাল, শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, সন্তোষ চ্যাটার্জী সহ জেলার বিজ্ঞানকর্মীরা। প্রচুর ছাত্রছাত্রী,অভিভাবক অভিভাবিকারা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানীর জীবনী ও কাজের উপর আলোকপাত করেন অধ্যাপক ড. অরুনাভ মিশ্র । তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ‘বিজ্ঞান অভীক্ষা ২০১৭’ –র কৃতীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ‘বর্তমান সময়ে এই ধরনের কর্মসূচি বেশি বেশি করে করা হোক’ মত অভিভাবকমহলের।

আগামী ১৪ই এপ্রিল সকালে সিউড়ি জেলাস্কুল মাঠ থেকে বিদ্যাসাগর কলেজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের জন্য একটি পদযাত্রা হবে। আগামী ২ অক্টোবর দুপুর বারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত ২০১৮ সালের ‘বিজ্ঞান অভীক্ষা’ অনুষ্ঠিত হবে বলে এইদিন জানা যায়।

চৈত্র মাসের শিবক্ষেত্র

বাবা শ্রীশ্রী ঁবড় কাছারির কথা

পাঁচু গোপাল মাজী : পূর্বদিকে আদিগঙ্গা ও পশ্চিমে সরস্বতীর (আজকের হুগলি নদী) সংযোগকারী একটি কিংবদন্তী নদী একদা প্রবাহিত ছিল যার নামে কাস্তেকুমারী, কন্যাকুমারী বা কুমারী নদী। উত্তর দিকে বয়ে যাওয়া (আজকের মজে যাওয়া) তারই একটি খাড়ি খালের কিয়দংশ আজও দেখা যায়। খালটিতে সে সময় জোয়ার ভাঁটাও খেলত। খালটির কিছু কিছু অংশে খুব চওড়া ছিল বলে (৮০–৯০ ফুট) লোকে বলত ‘মহাখাল’ বা ‘মা–খাল’ (বড় খাল বা খালের মা)। এই ‘মহাখাল’ বা ‘মা–খাল’ কথা থেকেই খাল সংযুক্ত স্থানটির নাম হয়ে যায় ‘মাখালিয়া’। অন্যমতে প্রচুর মাকাল গাছ ছিল বলে স্থানটির নাম ‘মাকালিয়া’ ও তা থেকে ‘মাখালিয়া’। তারও সামান্য দূরে উত্তরে, ‘চক মাখালিয়া’ নামে অন্য একটি স্থান বা মৌজা ছিল। ওই চক মাখালিয়ার পূর্ব সীমায় প্রবাহিত খালটির পশ্চিম গায়ে একটি শ্মশানভূমি গড়ে উঠেছিল স্থানীয় জনবসতির মৃতদেহ সৎকারের কারণেই। সেকালে অনেক সময় মৃতদেহ দাহ না করে মাটিতে ‘পুঁতে’ দেওয়া হত বলে শ্মশানকে ‘পোঁতা’ও বলা হত। আর পুঁতে দেওয়া মৃতের কঙ্কাল, ঝিকুর (মাথার খুলি) প্রভৃতি বন্য শিয়াল কুকুরে টানাটানি করে তুলে এনে এদিক–ওদিক ছড়িয়ে রাখত। শ্মশানটিকে লোক বলত ‘ঝিকুরপোঁতা’ আর যে স্থানটি ঘিরে বা বেড় দিয়ে ঝিকুর (মাতার খুলি) পড়ে থাকত সে স্থানটির নাম হয় ‘ঝিকুরবেড়ে’।

জনশ্রুতি– এই ঝিকুরপোতায় কোনও এক সময় এক সাধু মহাপুরুষের আগমন ঘটে। তিনি শ্মশানভূমির পবিত্র স্থানে নির্জনে, সাধন বেদীতে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। রোগ–ব্যধিগ্রস্ত, সংসার জ্বালায় জর্জরিত মানুষজন কখনও কখনও এই সাধু পুরুষের কাছে এসে তাঁর প্রদত্ত কোনও মুষ্টিযোগে উপকৃত হত– ব্যধিমুক্ত হয়ে বড় উপকৃত হত। মানুষজন ওই সিদ্ধ সাধুপুরুষকে স্বয়ং ভূতনাথ শিবের অবতার বলে মনে করত। একদিন সেই মহাপুরুষের দেহান্ত হলে– তাঁকে ওই স্থানেই সমাধিস্থ করা হয়। পরে তাঁর সেই সমাধি বেদী থেকে এক অশ্বত্থ গাছের উদ্ভব হয়। ভক্তপ্রাণ নারী–পুরুষ ওই অশ্বত্থ গাছের পূজা করে। গাছের তলার মাটি, শিকড়–বাকড় তুলে নিয়ে কবচ–মাদুলিতে ধারণ করে চমৎকারী ফল লাভ করতে থাকে। আর্ত পীড়িত দুর্গত মানুষ ব্যধিমুক্ত হয়, দুর্গতি থেকে রক্ষা পায়। মানুষের ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ক্রমশ বৃক্ষদেবতা ও স্থানটির মাহাত্ম্য কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকশ্রুতি, এখানে প্রতি রাত্রে স্বয়ং ভূতনাথ মহাদেব তাঁর অনুচর নন্দী–ভৃঙ্গী ও অন্যান্য ভূত–প্রেতদের নিয়ে বিচার সভা বসান। অনুগত, অনুরক্ত, ব্যধিগ্রস্ত, সংসার জ্বালায় জর্জরিত নারীপুরুষ, অবিবাহিত কুমার–কুমারী, সন্তানহীনা বন্ধ্যা নারী প্রভৃতির মানসিক আকুতি আবেদন, লিখিত দরখাস্ত, ধর্না হত্যে দেওয়া প্রভৃতির উপর বিচার বিবেচনা করেন স্বয়ং ঁত্র্যম্বক–শিব যিনি বৃক্ষরূপ ধারণ করে এখানে অধিষ্ঠান করছেন। তাঁর অন্য কোনও রূপ মূর্তি বা আকার নেই। এ যেন সেই জমিদারের কাছারি বাড়ি– যেখানে প্রজা সাধারণের বিচার আচার ও কুশল মঙ্গল করেন একজন কল্যাণকামী জমিদার। এখানে এই ভূতের কাছারির নায়ক জমিদার সর্বকল্যাণ, কুশল ও মঙ্গলকারী শ্রীশ্রী ঁবড় কাছারী বাবা। বাবা শ্রীশ্রী ঁবড় কাছারী। এটি এখন প্রসিদ্ধ দেবপীঠ।

এই বাবা বড় কাছারির সঠিক অবস্থান কোথায়? দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিষ্ণপুর থানার ঝিকুরবেড়ে (কে এল নং ৯) গ্রামে। ২২০২৪´২৫´´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮০১২´৫২´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত এই ঝিকুরবেড়ে নামে গ্রাম উভয় চব্বিশ পরগনায় আর নেই। এটি একটি বিরল গ্রাম নাম। (তবে পূর্ব মেদিনীপুরের দুর্গাকে থানা এলাকায় ১২১ জে এল নং বিশিষ্ট ‘ঝিকুরখালি’ নামে একটি মৌজা আছে।)

‘ঝিকুরবেড়ে’, ‘বাখরাহাট’, ‘মাখালিয়া’, ‘বক মাতালিয়া’, ‘হাটবাড়িয়া’, ‘চক শুকদেব’, ‘চক সমসদি’, ‘খানপুর’, ‘রামনগর’, ‘চকএতবাড়ী’ প্রভৃতি পাশাপাশি অবস্থিত মৌজা গ্রাম গুলি মোঘল–নবাবী আমলে মান্তরা পরগনা ভুক্ত ছিল। ইংরেজ আমলে ১৮৪৮–৫২ ও ১৯২৭–২৮ সালের জরিপের সময় ক) বক মাখালিয়া ও খ) ঝিকুরবেড়ে মৌজা দুটি একত্রীকৃত করে ‘ঝিকুরবেড়ে’ এই প্রকাশ্য নামে নামিত করা হয়। তখন থেকে চক মাখালিয়ার ঝিকুরপোতা বা শ্মশানভূমিটি ঝিকুরবেড়ে মৌজার অন্তর্ভুক্ত হয়। (১৯২৭–২৮ সালে প্রকাশিত মৌজা ম্যাপ লক্ষ্যনীয়।)

ঠিক কতদিন আগে থেকে এই বাবা শ্রীশ্রী ঁবড় কাছারির আবির্ভাব তা আজ বলা বড় কঠিন। তবে শোনা যায় মারাঠা বর্গীর আক্রমণ বা অন্যান্য কারণে দলে দলে অভিবাসনকারী মানুষ প্রাচীন সুন্দরবনের নালা–খালা, জলা জঙ্গলময় নিম্নভূমির এই এলাকায় ‘বন কেটে বসত’ গড়ে তুলতে থাকে। সেই জনপদ সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল থেকেই প্রায় এই শ্মশানভূমি ও সিদ্ধপীঠের সূচনা। জানা যায় স্থানীয় জনপদের জলের চাহিদা মেটাতে কোনও এক জমিদার পাশেই একটি

পুকুর খনন করে দিয়েছিলেন। যা আজ জেলা পঞ্চায়েতের অধীনে আছে। শ্মশান ভূমি বা দেবস্থানটি স্থানীয় কাঁঠাল পরিবারের। আদিতে এই ঝিকুর বেড়ে গ্রামে তিনটি পদবীর লোকের বসবাস ছিল। প্রবাদ আছে – ‘‘কাঁঠাল, বনু, ক্ষুরে (ক্ষৌরকর্মী)– তিন নিয়ে ঝিকুরবেড়ে।’’

(আজ বাবা বড় কাছারির খ্যাতি প্রসিদ্ধি দেশ বিদেশে সর্বত্র। যতদিন যাচ্ছে ভক্ত সমাগম ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্ধ্যা নারীর সন্তান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাবার খুবই সুনাম। বালক বালিকারা দোল খেতে খেতে আজও ছড়া গান গায়– ‘‘বাবা বড় কাছারি– তোমার চরণে ধরি। বাঁজা বউয়ের ছেলে হবে কর ডাক্তারী।’’ আগে আগে শনি–মঙ্গলবারে পূজা হত। এখন প্রায় প্রতিদিনই বাবার পূজা দেওয়া হয়। মানসিক পূজার ক্ষেত্রে কোনও কোনও ভক্ত সন্তানের ওজনে মিষ্টান্ন দিয়ে ঢাক–ঢোল, কাঁসি–বাঁশি সহকারে পূজা দেয়। কোনও কোনও ভক্ত পাঁঠা বলি দেয়। কেউ কেউ আবার নিজের বুকের রক্ত দিয়েও পূজা দেয়– ব্যধি মুক্তি বা বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে। শোনা যায় বিষ্ণুপুরের কমলকৃষ্ণ বেরা নামীয় এক ভক্ত ব্যধি মুক্ত হয়ে বাবার সিমেন্টের বেদী ও বাঁধানো স্নানের ঘাট করে দিয়েছেন। তবে বাবার পূজা দিতে বেশি কিছু লাগে না। চোখের একটু জল, একটু ফুল একটা বেলপাতা সামান্য বাতাসা–সন্দেশই বাবা আশুতোষ শিব তুষ্ট হয়ে যান। নিজের পূজা নিজেই দেওয়া যায়। এখানে পূজার ডালার দোকান রয়েছে প্রায় শতাধিক। প্রতিটি ডালার দোকানে বসার ব্যবস্থা, দূরাগত ভক্তদের হাতমুখ ধোওয়া, বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করা আছে দেখা গেল। প্রায় অর্ধশত খাবার দোকান–হোটেল–রেস্টুরেন্টও রয়েছে। দেখা যায় মেদিনীপুরের দীঘা–হলদিয়া, হাওড়া থেকে হুগলি থেকে, নামখানা, বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা থেকে তো হামেশাই ভক্তজনের সমাবেশ হয়। দুরাগত ভক্তজনের খাবার ব্যবস্থা থাকলেও রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি।

শ্রীশ্রী ঁবাবা বড়কাছারী আজ একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এর ভক্ত সংখ্যা কত তা যে কোনও এক শনি বা মঙ্গলবারে এলেই বোঝা যাবে। এটি এখন সকল ধর্মের সকল মানুষের পীঠস্থান। সাপ্তাহিক পূজার্চনা ছাড়াও বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে যেমন শিবরাত্রিতে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়। সারারাত শিবের মাথায় জল ঢালা আর স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় যাত্রাপালা শোনা, বছরের শেষে চৈত্র মাসের শেষ দুদিন নীল পূজা উপলক্ষে ব্রতগ্রহণকারী বা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী লক্ষ শিবভক্তের আগমন ঘটে। বিরাট মেলা উৎসব হয় এই বছরের শেষ দুদিন ধরে।

একদিন ছিল যখন এলাকার রাস্তাঘাট তেমন কিছু ছিল না। লেকজন সংকীর্ণ মেঠো পথে অথবা ডোঙা–সালতি করে খালপথে যাতায়াত করত। তখন হাতে গোনা মাত্র কিছু ভক্ত ছিল। আজ লক্ষ লক্ষ ভক্ত যাত্রী যাতায়াতের জন্য যানবাহন চলাচল উপযোগী ভাল রাস্তাঘাট দরকার। তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন এবং জেলা পঞ্চায়েত প্রশাসনের নজর আছে। বাখরাহাট থেকে বাবার ধান পর্যন্ত যাতায়াতের পিচ ঢালাই রাস্তা জেলা পঞ্চায়েতের তত্বাবধানেই থাকে। তবুও বর্তমান দিনের চাহিদার নিরিখে বাবার থানে যাতায়াতের রাস্তার অপ্রতুলতা ঝরে পড়ে। তবে খুবই সুখের ও আনন্দের কথা সম্প্রতি রাজ্য প্রশাসন এই তীর্থস্থানের উপর তাদের শুভ দৃষ্টিপাত করেছেন। সরকার, বহুকাঙ্খিত ‘বাখরাহাট বড়কাছারি’র প্রধান রাস্তাটির আমূল সংস্কার ও উন্নয়ন এবং একটি তোরণদ্বার নির্মাণের কাজেও হাত দিয়েছেন। এতে ভক্ত চিত্ত অবশ্যই আনন্দিত। তবুও পাশাপাশি একাধিক রাস্তার আবশ্যিকতা অস্বীকার করা যায় না।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ধূমধারাক্কা দীনেশ কার্তিকের হাত ধরে কামাল করতে প্রস্তুত কেকেআর

অরিঞ্জয় মিত্র

ফের একটা আইপিএলের দামামা বেজে উঠেছে দেশ জুড়ে। যাতে আবার নতুন অধিনায়ক হিসেবে বুম-বুম দীনেশ কার্তিককে

পেয়ে রীতিমতো তেতে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বস্তুত গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে কলকাতা দুবার আইপিএল জিতলেও নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে কেমন যেন জড়সড় লাগছিল কেকেআরকে। সেটাই যেন নয়া অধিনায়ক কার্তিকের হাত ধরে পালটে যেতে চলেছে। কেকেআর আর কার্তিক এক হয়ে যাওয়ার পর মাঠে নামার আগেই দৌড়াতে শুরু হয়েছে তিলোত্তমার ছেলেরা। এবারের আইপিএলে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কয়েক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রত্যাবর্তন। অধিনায়ক হিসেবে আবারও মহেন্দ্র সিং ধোনি। তা নিঃসন্দেহে চার্জআপ করবে দাক্ষিণাত্যের এই দলটিকে। বল বিকৃত করার অভিযোগে ক্রিকেট বিশ্ব থেকে এক বছরের নির্বাসনে যাওয়া অধিনায়ক স্টিভ স্মিথকে হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। অজিঙ্কে রাহানে ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হওয়ার পরেও সে চাপ লঘু হওয়ার নামগন্ধ দেখা যাচ্ছে না পশ্চিমের এই দলটির। তবে সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার না থাকলেও অতটা ভেঙে পড়তে দেখা যাচ্ছে হায়দরাবাদ সানরাইজার্সকে। অন্যদিকে পাশের রাজ্য কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ধারে ভারে অনেকটা এগিয়ে দুর্দান্ত ভারত অধিনায়ক কোহলির বিরাট দাপটে।

দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের আবার আইপিএল ভাগ্যটাই খারাপ। এতদিন হয়ে গেল তারা কিছুতেই আইপিএল জিততে পারে নি। তাই এবার চ্যাম্পিয়নস লাক থিওরি মেনে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের অধিনায়ক হয়েছেন ঘরের ছেলে গৌতম গম্ভীর। রয়েছেন সাম্প্রতিক দাম্পত্য সমস্যায় জেরবার পেসার মহম্মদ সামিও। অন্যদিকে শিখর ধাওয়ানের ক্যাপ্টেনশিপে নিজেকে মেলে ধরতে প্রস্তুত ভারতীয় টেস্ট দলে নিজের জায়গা পাকা করা উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা। এখন ঋদ্ধি চাইছে এই আইপিএল মঞ্চের মাধ্যমে এমন কিছু করে দেখাতে যাতে ভারতীয় একদিনের ব্রিগেডেও তার স্থান মেলে। সম্প্রতি কলকাতার স্থানীয় লিগে যে মেজাজে ঋদ্ধি ব্যাটিং করেছেন তা আন্তর্জাতিক রেকর্ডের স্বীকৃতি না পেলেও নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিয়েছে আরও এক ধূমধারাক্কা ব্যাটসম্যান তৈরি হচ্ছেন অন্তরালে। আসলে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক যেদিন দুর্দান্ত ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেছেন সেদিন থেকেই যেন পালটে গেছে ভারতীয় দলের অন্য কিপাররা। ব্যতিক্রম নয় ঋদ্ধিমানও। যতদিন মাহি নিজে থেকে না সরছেন ততদিন পর্যন্ত অবশ্য অপেক্ষা করার পালা চলবেই। কিন্তু ধোনি জমানার অবর্তমানে একদিনের ক্রিকেট সহ সর্বস্তরের ম্যাচে দীনেশ বনাম ঋদ্ধির একটা বন্ধুত্যপূর্ণ লড়াই দেখা যেতেই পারে।

১১ বছর হয়ে গেল এদেশে আয়োজিত হচ্ছে টি-২০-র ধূম তোলা আইপিএলের আসর। আর হ্যাঁ, আইপিএল আছে সেই আইপিএলেই। হাজার রজনী পার হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের বাংলার বহু যাত্রা বা নাট্যপালা যেমন নবরূপে আবির্ভূত হয় তেমনই অনেকগুলো বছর পরেও আইপিএল-এর আড়ম্বর এখনও দারুণ টাটকা। এটাই বোধহয় আইপিএলের জাদু। এমনিতে পুরনো ঘরানার টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু অন্যরকম স্বাদ পেতে ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই ঝুঁকেছেন টি-২০ তে। এহেন ভারতে টি-২০-র একটা সর্বোচ্চ মানের লিগ বড় আকার ধারণ করবে এতো খুব স্বাভাবিক। আইপিএল এলে কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে গেলে বোঝা যায় এখানকার সমর্থকেরা কতটা ক্রিকেট পাগল। কলকাতা,দিল্লি, গুজরাট, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা আইপিএলের দেশি-বিদেশি তারকাদের হয়ে গলা ফাটাতে এই কদিন হরেকরকম জার্সির প্রায় হাট বসে যায় ময়দানে। কম বয়সী, মাঝ বয়সী থেকে প্রৌঢ়রাও যখন সেই পোশাক কিনতে হাপিত্যেশ করেন তখন বোঝা যায় এর ক্রেজ কাকে বলে। এরই নাম টি-২০ ক্রিকেট। যার আমেজে মাতোয়ারা নানা বয়সী। মহিলা, বিশেষ করে টিন-এজারদের মধ্যে তো এর চাহিদা এখন রীতিমতো প্যাশনের আকার নিয়েছে। যথারীতি ঢাক গুড়গুড় করে আইপিএলের উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। বলিউডের লাস্যময়ী নায়িকা থেকে শিল্পপতি কে না বাদ রয়েছে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে। বস্তুত আইপিএল বিনোদনের এমন একটা প্যাকেজ হয়ে উঠেছে যে মাঝেমধ্যে মনে হয় বলিউডের জমজমাট ছবির থেকে তা কোনও অংশে কম যাচ্ছে না। বিশেষ করে ক্রিকেটারদের নানা রকম রঙবাহারের ফ্যাশন, চুলের কাটিং এখন নবপ্রজন্মের কাছে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে মেগাস্টার-সুপারস্টার নায়ক-নায়িকাদেরও টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে আইপিএল।

জাতীয় স্তরের ক্যারাটেতে হুগলির শ্রমণা ও গীতম

রিম্পি ঘোষ: আসন্ন ২০ - ২২ এপ্রিল দিল্লির তালকোটরা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বাংলা থেকে সাব জুনিয়র বিভাগে সুযোগ পেলেন হুগলি জেলার কোন্নগরের মেয়ে শ্রমণা দে ও উত্তরপাড়ার ছেলে গীতম ঘোষ। মেয়েদের ১১ বছরের ৩০ কেজি বিভাগে শ্রমণা ও ছেলেদের ১০ বছরের ২৫ কেজি বিভাগে গীতম এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছেন। শ্রমনা দে কোন্নগরের ধর্মডাঙায় থাকেন। পরিবারে রয়েছেন বাবা সন্তোষ দে, মা মৌসুমী দে, ঠাকুমা, কাকিঠাকুমা, জ্যাঠা, জ্যেঠি, ও এক জ্যাঠতুতো দাদা। ২০১৬ সালে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি শ্রমণার। মাত্র প্রায় দেড় বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৬ সালে শ্রীরামপুরে আয়োজিত জেলাস্তরের আন্তঃ মহকুমাভিত্তিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগেই ব্রোঞ্জ। ওই বছরই কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয়ে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতে সোনা, সারা বাংলা আন্তঃ বিদ্যালয় আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতেতে রূপো (২০১৬ সাল), জাতীয়স্তরে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে রূপো (২০১৬ সাল), জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা (২০১৬ সাল), চলতি বছরেই আন্তঃ ক্লাব ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কাতা ও কুমিতেতে সোনা, আন্তঃ জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ (২০১৭ সাল), জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ (২০১৭ সাল), সারা বাংলা প্রো - ক্যারাটে টুর্নামেন্টে কুমিতেতে ব্রোঞ্জ (২০১৭ সাল)। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয় (২০১৭ সাল), রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১৭ সাল), জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে উভয় বিভাগে সোনা (২০১৭ সাল), কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সদ্য আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা (২০১৭ সাল) ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে শ্রমণার ঝুলিতে। সম্প্রতি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয়। এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের নিরিখে শ্রমণা চলতি বছরে জাতীয়স্তরে আয়োজিত হতে চলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগও পেয়েছেন। শ্রমণার সাফল্যের পেছনে মূলত তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তীর এঁদের দুজনের অবদান অনস্বীকার্য।

অন্যদিকে উত্তরপাড়ার ভদ্রকালীর বাসিন্দা গীতম ঘোষ গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে হিন্দমোটর ভূপেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে প্রশিক্ষণরত। মাত্র প্রায় পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৪ সালে কোন্নগরে মহাদেশ পরিষদে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ, ওই বছরই জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো, ২০১৫ সালে আন্তঃ জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতেতে ব্রোঞ্জ, এইক বছরে রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতেতে রূপো (২০১৫ সাল), জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় (২০১৫ সাল) কাতা ও কুমিতেতে সোনা, ২০১৬ সালের আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে রুপো, ২০১৬ জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে রূপো, জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে সোনা ও ব্রোঞ্জ, আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো। ২০১৭ সালে জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে সোনা, বীরভূমে আয়োজিত 'রাঙামাটি কাপ' -এ কাতায় সোনা, বারাসাতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে সোনা ও রূপো,২০১৭ সালে জেলাস্তরের ক্যাব সিলেকশানে কাতা ও কুমিতেতে সোনা, রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ব্রোঞ্জ ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে গীতমের ঝুলিতে। পরিবারে রয়েছেন বাবা গৌতম ঘোষ, কলকাতা পুলিশে কর্মরত ও মা সঞ্চালী ঘোষ গৃহবধূ। দিল্লীতে আসন্ন জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় শ্রমণা দে ও গীতম ঘোষের অংশগ্রহন বাংলার পক্ষ থেকে পদক জেতার সম্ভাবনাকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে।

ভারতীয় রেল বডি বিল্ডিং-এ চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় রেলের বডি বিল্ডিং টিম ২৩ থেকে ২৫ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত পুনেতে অনুষ্ঠিত সিনিয়র ন্যাশনাল বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে বিজেতা হয়েছে।ভারতীয় রেলের প্রতিনিধিত্বকারী দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রাম নিবাস, এন সর্বো সিং, জাভেদ আলি খান, কুন্দন কুমার গোপ এবং জে জে চক্রবর্তী সিনিয়র ন্যাশনাল বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপের এই খেতাব জয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতীয় রেলের টিমে ১২ জন বডি বিল্ডার ছিলেন যার মধ্যে ৫ জন বডি বিল্ডার দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রাম নিবাস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস ঘোষিত হয়েছেন।দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জে জে চক্রবর্তী ৫৫ কেজি ওয়েট ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করে স্বর্ণ পদক জিতেছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জাভেদ আলি খান এবং কুন্দন কুমার গোপ যথাক্রমে রুপো এবং ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

ইউকে মণ্ডল ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ এপ্রিল দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালি ফুটবল ক্লাবের পরিচালনায় ঐতিহ্যমণ্ডিত বাওয়ালির জমিদারদের প্রবর্তিত ইউকে মন্ডল শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। চূড়ান্ত পর্বে নজরুল স্পোর্টস আকাদেমি পূজালি এসি ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে জয়ী হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত বৈদ্য, সভাপতি স্বপন রায়, আইসি অরিজিৎ দাশগুপ্ত, ডাঃ তরুণ রায়, বুচান ব্যানার্জী, শেখ বাপী প্রমুখ। ক্লাবের সম্পাদক রাধাকান্ত দাস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সামালিতে ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিষ্ণুপুরে সামালি মোল্লপাড়া যুবক সংঘের পরিচালনায় গত রবিবার অনুষ্ঠিত হয় জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতা। ফাইনালে বিজয়ী হয় কদমতলার তামান্না নাইন স্টার ক্লাব। রানার্স হয় রিয়ানা নাইন স্টার ক্লাব। ফাইনালে দেওয়া হয় নিখিলবঙ্গ কল্যান সমিতির চ্যাম্পিয়নস কাপ। ছবিতে কাপ নিয়ে আনন্দে মেতেছে বিজয়ী দল।

হরিয়ানায় স্বর্ণপদক সামিমার

অভীক মিত্র - গত ২৫ থেকে ২৯শে মার্চ হরিয়ানা রাজ্যের পাচঁকুল্লায় অনুষ্ঠিত '১৮তম জাতীয় প্যারা অ্যাথলিট চ্যাম্পিয়নস ২০১৮' -য় সোনার পদক পেয়ে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করলো বীরভূম জেলার বসন্ত গ্রামের অ্যাথলিক সামিমা খাতুন। সামিমা খাতুন চারশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক, দুশো মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক এবং একশো মিটার দৌড়ে রুপো পদক জয়লাভ করে। কলকাতার রুবিয়া চ্যাটার্জী 'ডিসকাস থ্রো' ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। কলকাতার সাহেব হোসেন একশো, দুশো এবং চারশো মিটার দৌড়ের তিনটে ইভেন্টে তিনটি রুপো পদক জয়লাভ করেছে। কোচ বদরুজ্জোহা শেখের কাছ থেকে এই তথ্য জানা যায়। আগামী জুলাই মাসে প্রতিযোগীরা ব্যাঙ্গালুরুতে অংশগ্রহণ করবে বলে জানান কোচ বদরুজ্জোহা সাহেব। সামিমারা রামপুরহাট ফিরলে সংবর্ধনা জানানো হবে বলে রামপুরহাট কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে। সামিমা খাতুন একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সামিমা খাতুন এবং কোচ বদরুজ্জোহা শেখকে নিয়ে একাধিক

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায়। যা আমাদের কাছে এক গর্বের ব্যাপার।

মনের খেয়াল

গ্যাকার

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

চালকহীন গাড়িটা একা চিনিকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই, পাশের বাড়ির নমিতাদি জানতে চাইলেন, নাতনিকে কোথায় পাঠালে গো দিদি? চিনির ঠাম্মা চামেলিদি বললেন, ঐতো স্কুলে গেল। -ওমা, ওর কতই বা বয়স হল গো দিদি যে স্কুলে পাঠাচ্ছ?

-এই তো দু'বছরে পড়ল।

-তা, কাউকে যে সঙ্গে দেখলাম না, চিনি কি একা চিনে যেতে পারবে?

চামেলিদি হেসে বললেন, আজকাল তো দিনকাল পাল্টে গেছে, এই নূতন গাড়িটাকে সব কিছু শিখিয়ে দেওয়া আছে। গাড়িটা ওকে ওর স্কুলে ঠিকঠাক পৌঁছে দেবে আর আবার বাড়ি ফিরে আসবে। বিকালে ছুটি হলে আবার স্কুলে গিয়ে চিনিকে নিয়ে আসবে।

-ও মা, সে কি কথা! তাই বলে ওইটুকু মেয়েকে একা একা ছেড়ে দেওয়া, রাস্তায় কত কী বিপদ হতে পারে!

-কী আর করা যাবে দিদি, যখনকার যে নিয়ম। তাছাড়া সকলে এত ব্যস্ত! সঙ্গে যাবার মতো তো কেউ নেই!

বেশ চলছিল, কিন্তু মাঝে মধ্যেই স্কুল থেকে রিপোর্ট আসছে যে গাড়ি লেট করে পৌঁছচ্ছে। চিনি তো রাস্তা ঘাট কিছু জানে না বা চেনেও না। ও শুধু বলে যে গাড়িটা নাকি মাঝে সাঝে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কেন দাঁড়িয়ে পড়ে সে ও বোঝে না। এ বিষয়ে ওর কাছে কোনও উত্তর আশা করাও যায় না।

পাশের বাড়ির পবনকে রাজি করিয়ে একদিন চিনির সঙ্গে ওই গাড়িতে পাঠানো হল। ফিরে এসে ও জানাল যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়াটা ঠিকই আছে। ট্র্যাফিকে তো দাঁড়াতে হবেই। কিন্তু, অনেক সময় ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়ছে। ফলে অহেতুক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

চিনির বাবা শ্রীসেনকে ব্যাপারটা বলা হলে উনি একদিন মোটর ভেহিকিলস ডিপার্টমেন্টে খোঁজ খবর নিতে গেলেন, কারণ গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের সময় ওনারাই গাড়িটার কন্ট্রোল সিস্টেমে একটা অ্যাপ লোড করে দিয়েছিলেন। ঐ অ্যাপটাই গাড়িটাকে চালায়।

শ্রীসেনের সমস্যাটা শুনে ওনারা বললেন, এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করার নেই। আপনার মত অনেকেই এ ধরণের অভিযোগ নিয়ে আসছেন। আমরা ব্যাপারটা দেখছি। কিন্তু, সমাধান হতে হয়তো একটু সময় লাগবে।

ঐ অফিস থেকে বেরুনোর সময় দরজার কাছে দাঁড়ানো একটি ছেলে সকলের হাতে একটা হলুদ চিরকুট ধরিয়ে দিচ্ছিল। দীপক সেনও বাদ পড়লেন না। শ্রীসেনের তাড়া ছিল। কাগজটা পকেটে রাখতে গিয়ে দেখলেন, শিরোনামে লেখা আছে- আমরা গ্যাকার।

গ্যাকার? এমন শব্দ উনি জীবনে কখনো শোনেন নি! বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে কাগজটা পড়তে লাগলেন।

আপনার গাড়ি নিয়ে কি কোনও সমস্যা? আমাদের কাছে সমাধান অবশ্যই পাবেন কারণ, আমরা গ্যাকার' মানে গাড়ির হ্যাকার। যে অ্যাপের সাহায্যে আপনার গাড়ি চলে তা আমরা হ্যাক করতে সক্ষম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

চিরকুটে দেওয়া নম্বরে তখুনি শ্রীসেন ফোন করলেন। অনেকক্ষণ কথা হল। গ্যাকারদের বক্তব্য অনেকটা এই রকম- দেখুন আপনার গাড়িতে যে অ্যাপটা চলছে তা অতি স্বল্প সময়ে ও স্বল্প মূল্যে আমাদের তৈরি করে দিতে হয়েছে। সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে যে তথ্য ভাণ্ডার প্রয়োজন ছিল তা সরকার আমাদেরকে সরবরাহ করতে পারেন নি। আপনি একদিন আসুন। আপনার যা যা প্রয়োজন সব আমরা করে দেব স্বল্প পারিশ্রমিকে। আপনার শিশুর সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে আমরা সক্ষম।

শ্রীসেন মনস্থির করে ফেললেন। পরের দিনই গ্যাকার-দের সঙ্গে দেখা করলেন। সবিস্তারে সব আলোচনা হল। কোন স্কুল, কোন সময়, কোন রুট সব তথ্য জানবার পর ওনারা যে পারিশ্রমিক চাইলেন তা শ্রীসেনের কাছে একটু বেশি মনে হল। ওনারা বললেন, আমরা যে টাকাটা চাইছি তা কিন্তু মাস খানেকের মধ্যে আপনার উঠে আসবে, কারণ আপনার জ্বালানীর সাশ্রয় হবে। আপনি শুধু শুধু কেন গাড়িটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন? আনবেন না, কখনও কোন প্রয়োজন হলে ডেকে নেবেন। তাছাড়া আপনার মেয়ে ছোট বলে আমরা আর একটি ইমার্জেন্সী ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বিপদে পড়লে আপনার মেয়েকে বলে দেবেন একটা হট কী প্রেস করতে। গাড়িটা তখন হয় ওকে বাড়িতে বা থানায় নিয়ে আসবে এবং আপনি সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু জেনেও যাবেন।

এই নূতন ব্যবস্থায় শ্রীসেন ও চিনির ঠাম্মা খুবই খুশি ও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

স্বপ্নার স্বপ্ন

স্বপ্না একটি ছোটো মেয়ে। সে তার বাবা মা ও তার ছোট বোনের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের একটি ছোটো গ্রামে বাস করত। দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। তার বাবা জগন্নাথ ছিলেন পেশাতে মৃৎশিল্পী। মাটির পুতুল ও ঠাকুর তৈরি করে সে তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে খুব কষ্ট করে। কিন্তু শান্তি দিন যাপন করতেন। স্বপ্ন তার অসুস্থ বাবাকে তাঁর কাজে সাহায্য করত। বাবার কাজে সাহায্য করার পাশাপাশি সে স্বপ্নও দেখত, ভালোভাবে পড়াশোনা করে মানুষ হয়ে বাবার মাথার ছাতা হয়ে দাঁড়াবে। সেই লক্ষ্য সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলছিল ভালোই। দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়িতে থেকে হ্যারিকেনের আলোকে সঙ্গে নিয়ে বারো ক্লাসে খুব ভালোভাবে পাশ করলো।

আরও উচ্চস্তরে ভালোভাবে পাশ করে সে একদিন পুলিশের চাকরির পরীক্ষায় বসলো। ফলাফল বের হলো, খুব ভালোভাবে পাশও করল। তার গরিব বাবা মা ভাবলো এবার হয়তো ঈশ্বর মুখ তুলে চাইবেন। স্বপ্নাও ভাবলো বাবা মা আর ছোট বোনকে আর কষ্ট করতে দেব না। অবশেষে একদিন তার ডাক এলো নিয়োগ পত্র আনার। নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে আনন্দের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা লরি এসে ধাক্কা মারল। সে জ্ঞান হারালো। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলো সে হাসপাতালে।

ছুটি হয়ে বাড়ি ফিরবে হঠাৎ ডাক্তারবাবু তার হাতে একটা ক্র্যাচ ধরিয়ে দিল। সে ফিরে দেখল তার একটা পা নেই। তার স্বপ্ন আর পুরণ হলো না। রয়েগেল তার বাবা মায়ের দেওয়া নামটা স্বপ্না।

অহনা দে, সপ্তম শ্রেণি, হাওড়া রামকৃষ্ণ আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com